অতএব

বিনায়ক ভট্টাচার্য

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
মে ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীনিত্যানন্দ পাত্র
ভারতী প্রেস
১৪ হরিপদ দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

শ্রীজহর রায়

শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনলিন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

প্রথম অভিনয় রজনীতে—চরিত্রাবলী ও চরিত্রকার

পুরুষ

দোলগোবিন্দ	বিরাট ধনী	জহর রায়
সুমিত্র	প্রেমপাগল যুবক	অজয় গাঙ্গুলী
অনন্ত	ছিট্‌গ্রস্ত প্রৌঢ়	হরিধন মুখোপাধ্যায়
চিতু	দোলের সেক্রেটারি	অজিত চট্টোপাধ্যায়
কালাচাঁদ	সুমিত্রর বন্ধু	মৃণাল মুখোপাধ্যায়
হোটেলের ম্যানেজার	—	মিণ্টু চক্রবর্তী

কার্তিক এবং আরো অনেকে।

স্ত্রী

লেডি হেমাংগিনী	শ্রীমতী সরযূবালা
নয়ন	„ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
অমিতা	„ দীপিকা দাস

এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য—দোলগোবিন্দের ঘর (হোটেল)

[দোলগোবিন্দ বসে চুরুট খাচ্ছে ও কাগজ দেখছে]

দোল। চিতু—চিতু—

[চিতু অর্থাৎ চৈতনের প্রবেশ]

চিতু। Yes Sir.

দোল। চিতু, তুমি ম্যানেজারবাবুকে হেম ও তার বোনঝিদের জন্যে ছুটো ভালো রুম ঠিক করে রাখতে বলে দিয়েছো কি ?

চিতু। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি নিজে ছুটো best room book করে sweeper দিয়ে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রেখেছি। আর হোটেলের menu ছাড়াও আপনার instruction অনুযায়ী extra special dish-এর কথাও Manager-কে বলে দিয়েছি।

দোল। Very good চিতু, thank you. হুঁ, কালতো আমার সঙ্গে স্বপনপুর গিয়েছিলে। কেমন দেখলে মেয়েটিকে ?

চিতু। খুব ভাল স্যার। স্বর্গের দেবী বলে মনে হয়। তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ছু'হাত তুলে আপনাকে যখন নমস্কার করলেন, তখন—ঐ চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলো যেন—

দোল। কোনটির কথা বলছো? দুটোইতো বোনঝি!

চিতু। আজ্ঞে তাওতো বটে! ওই যে আপনাকে নমস্কার করল—

দোল। আরে রাসকেল দু'জনেইতো নমস্কার করল।

চিতু। Sir, ওরই মধ্যে যেটি খুব শান্ত—নম্র। আর একটা তো এক নম্বরের ফাজিল! তবে হ্যাঁ, খুব jolly—full of life—আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

দোল। তোমার যাকে পছন্দ হয়েছে ঐ মেয়েটিই যে আমার পছন্দ নয়—কী করে বুঝলে?

চিতু। Sir, আমি তো জানি—আপনি ধীর স্থির টাইপ পছন্দ করেন।

দোল। Right you are. এখন হেম এলেই ফাইনাল কথাবার্তা বলে নিয়ে একটা agreement তৈরি করে ফেলবো। আমি practical লোক—practical কথাবার্তা ভালবাসি—believe in agreement. যদিও জানি হেমের এখন কিছু নেই। ওর বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তা এতদিন ধরে দুটো বোনঝিকে বোর্ডিংএ রেখে সাহেবী স্কুলে কলেজে পড়াতেই সব শেষ হয়ে গেছে। জমিদারি বলতে তো আর কারো কিছু নেই। তা' হোক আমি টাকার প্রত্যাশী নই—টাকা আমার নিজেরই যথেষ্ট আছে। আমি শুধু চাই যে—

চিতু। ব্যস্—আর বলতে হবে না স্যার। আমি বুঝে ফেলেছি।

দোল। কি রকম করে? এত বুদ্ধিমান তো তুমি কোনদিনই ছিলে না চৈতন। হঠাৎ কী হল?

চিতু। কিছুই হয়নি। কিন্তু আমি বলছি স্যার, খুব ভাল হবে।

দোল। খুব ভাল হবে বলেই তো আমি এক রকম মনস্থির করে ফেলেছি।

চিতু। খুব ভাল করেছেন। এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা আর হতে পারে না। আমি বলছি আপনাকে—ওই যাকে বলে—একেবারে রাজযোটক হবে।

[বাইরে গাড়ির শব্দ]

দোল। দেখতো হেম এল বোধহয়—

[চিতুর প্রস্থান। কিছুক্ষণ পরে হেমের সঙ্গে প্রবেশ]

হেম। Good morning.

দোল। Morning—এস হেম বোস। Let us discuss the terms and conditions in details—as you know me হেম, আমি খুব practical লোক—

হেম। Oh yes.

[দোল দেখলেন চৈতন হাঁ ক'রে চেয়ে আছে]

দোল। দেখ চিতু—তুমি আমার P. A. তোমার একটা common sense থাকা উচিৎ। আমি যখন একজন ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি, তখন তুমি idiot-এর মত সব শোনবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ—এটা কী শোভনীয় ?

চিতু। Sorry Sir, আর ভুল হবে না।

[দাঁড়িয়ে থাকে]

দোল। ভুল হবে না বলেতো আবার ভুল করে দাঁড়িয়েই রইলে। Get out।

চিতু। Yes Sir. [প্রস্থান]

দোল। দেখেছো হেম, এই সব idiot নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে। I am tired of these pecople. তাইতো এই বয়সে বিয়ে করবো বলে মনস্থির করেছি। শোন হেম, তোমার আমার মধ্যে যে লিখিত contract হবে—তার terms and conditions হচ্ছে—এক—তুমি অমিতাকে এই বিয়েতে রাজী করাবে। তুই—আমি অমিতাকে ৫০ হাজার টাকার গহনা দেবো। তিন—তুমি অমিতার সঙ্গে আমার বাড়ী যাবে—সেখানকার সংসার গুছিয়ে দেবার জন্যে আমার Palace-এ তোমাকে ছ'মাস থাকতে হবে। চার—এই ছ'মাস থাকার জন্য এক হাজার টাকা per month remuneration হিসাবে পাবে। এবার অমিতার consent-টা পেলেই—

হেম। অমিতা তো খুশী মনেই consent দিয়েছে।

দোল। তবুও একবার মুখোমুখি হ'লে—। যাক্—তুমি আর অপেক্ষা কোর না। গাড়ি নিয়ে চলে যাও হোস্টেলে। এখানে তোমাদের জন্য room book করা হয়ে গেছে। চিতু—চিতু।

(চিতুর প্রবেশ)

হেমকে গাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এস। হ্যাঁ দেখ হেম—দেরি করবে না। যত তাড়াতাড়ি পার ওদের নিয়ে আসবে।

হেম। নিশ্চয়ই।

দোল। Thank you—এস।

[চিতু ও হেমের প্রস্থান। একটু পরে চিতুর পুনঃ প্রবেশ]

চিতু। আমার এত আনন্দ হচ্ছে। বলতে কি স্যার এত দিন পরে একটা কাজের মত কাজ হচ্ছে। আহা, কী সুন্দর যে মানাবে ছুটিতে।

দোল। তা হয়তো মানাবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায়—স্বাস্থ্যটাতো এখন পর্যন্ত বেশ ভাল।

চিতু। শুধু বেশ ভাল বলবেন না স্যার, বলুন খুব ভালো।

দোল। হুঁ। কিন্তু চৈতন, তুমি দেখে নিও—লোকে সমালোচনা করবে।

চিতু। করুক গে স্যার—we don't care.

দোল। হ্যাঁ তাতো বটেই। তবে সকলে বলবে এটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়—

চিতু। কেন? কেন? পাগলামি বলবে কেন স্যার?

দোল। বলবে—দুজনের বয়সের এত তফাত—

চিতু। তফাত? না, খুব তফাত কেন হবে? খুব বেশী হলে বছর আষ্টেকের বেশী কিছুতেই নয়—

দোল। দূর্।

চিতু। আচ্ছা না হয় ন'বছরই হলো। সেটাই কী—খুব বেশী হল?—

দোল। কাল শুনলে তো, গেল জুনে অস্মিতা কুড়িতে পা দিয়েছে।

চিতু। আজ্ঞে হ্যাঁ শুনলাম। তাইতো বলছি যে—

দোল। কিন্তু চৈতন, এদিকে উনপঞ্চাশ আরতো এ' জীবনে ফিরে আসবে না। গেল মাসে সে বিদায় নিয়েছে—

[চৈতন হাঁ করে থাকে]

কী হলো ফিট্‌টিট্ হবে না তো?

চিতু। না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না—আপনার—স্যার উনপঞ্চাশ বছরের সঙ্গে এ' ব্যাপারের কি সম্পর্কো?

দোল। নিবিড় সম্পর্ক। ঘনিষ্ঠই বলতে পারো।

চিতু। কেন? আপনি এর মধ্যে কী করবেন?

দোল। তার মানে? বিয়েটা যখন আমার সঙ্গেই হবে—তখন আমিই তো—

[চৈতন হাঁ করে থাকে]

হাঁ-টা বন্ধ করো, মাছি ঢুকবে।

চিতু। My God—!

দোল। My God মানে? My God কেন বল্লে—শীগ্‌গীর বলো?

চিতু। আজ্ঞে না স্যার—আমি ভেবেছিলাম—

দোল। কী ভেবেছিলে?—

চিতু। আমি ভেবেছিলাম আপনি ছোটবাবুর সঙ্গে অমিতার—

দোল। Shut up. আর একটিও কথা নয়। ওর নাম আমার কাছে করলে তোমাকেও আমি তাড়িয়ে দেবো। আমার কাছে কোনরকম দালালি চলবে না। ছোটবাবু, তোমার ছোটবাবু কী একটা মানুষ? ওটা অর্ধেক মানুষ—অর্ধেক বনমানুষ। আমাকে বল্লে—এখানকার ইউনিভারসিটি থেকে আমাকে দিল্লী যেতে বলছে—ওখানকার ইউনিভারসিটির ছেলেদের সঙ্গে থাকতে হবে কিছুদিন, V. I. P.দের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, পার্লামেণ্ট এ্যাটেণ্ড্ করতে হবে, তিন মাস থাকতে হবে। চিঠি লিখেছে আমি দিল্লীতে ভালই আছি। চিঠির উপরে

লিখেছে নিউদিল্লী,—কিন্তু খামের উপর ছাপ পড়েছে কখনও লখ্‌নউ, কখনও পাটনা, কখনও কানপুর, কখনও আগ্রা। কী বুঝলে ?

চিতু। আজ্ঞে ?

দোল। আজ্ঞে নয়—কী বুঝলে ?

চিতু। আজ্ঞে, দেশ দেখে বেড়াচ্ছেন—

দোল। আজ্ঞে না। প্রেম চেখে বেড়াচ্ছেন। আমি আর ওর মুখ দেখবো ভেবেছো ? কাছে এলে প্রথমে জুতো, তারপর লাঠি, তারপর গলাধাক্কা। যাক্‌গে। শোন চৈতন, হেম বলে গেল অমিতা নাকি আমাকে দেখে খুব খুশী হয়ে এ'বিয়েতে মত দিয়েছে। তবুও হেমকে পাঠিয়েছি অমিতাকে এই হোটেলে আনবার জন্যে। সামনাসামনি I mean মুখোমুখি কথাটা হলে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এতটা বয়স পর্যন্ত bachelor থাকাটা ভালও দেখায় না—কি বল ?

চিতু। ঠিক বলেছেন স্যার। আমিওতো bachelor, আপনার কোন ব্যবস্থা না হলে আমিও তো—

দোল। কী ?

চিতু। না—কিছু না স্যার। কিছু না।

[তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বপনপুর কলেজের ওয়েটিং রুম

[অমিতার পেছনে পেছনে ছুটে সুমিত্র ঢুকলো। সে জড়িয়ে ধরলো অমিতাকে। হঠাৎ সে ঘরে নয়ন ঢুকলো। হাতে বেত। হেমাঙ্গিনীর গলা নকল ক'রে সে কথা বলবে]

নয়ন। (হেমের মত করে) Stop that. অমিতা, what is this ? তোমার লজ্জা বলে কি কিছু নেই ? ছিঃ ছিঃ !

অমি। না আন্টি। আমরা চলে যাচ্ছিতো। তাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

নয়ন। চুপ করো। এ'দেখা দেখা নয়। এ'রকম দেখা আমি অনেক দেখেছি। এখনো সরে না গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছো তোমরা ?

অমি। Sorry আণ্টি।

নয়ন। Thank you. Who is that chap ? You come here. যতদূর মনে পড়ছে ওর সঙ্গে এর আগে আমার দেখা হয়েছে কোথায় যেন ?

সুমিত্র। আপনাদের বাড়ীতে আর এখানে।

নয়ন। Yes yes, right you are. এবং যতবারই দেখা হয়েছে ততোবারই কি বলেছি ? Yes I remember—বলেছি অমিতার সঙ্গে তুমি আর দেখা করবে না।

সুমি। Yes Sir.

নয়ন। What do you mean by Sir ?

সুমি। Sorry, Madam.

নয়ন। এবার ক্ষমা করলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম ভুল যেন না হয়। এবার বলো, বারণ করা সত্ত্বেও আবার কেন এসেছো ?

সুমি। আজ্ঞে একটা কথা বলতে।

নয়ন। কী কথা ?

সুমি। আমি অমিতাকে ভালবাসি। (এগিয়ে আসে)

নয়ন। Let ভালবাসা go to hell. আমার absence-এ যতটুকু এগিয়েছো that's encugh, কিন্তু আমার presence-এ no more.

অমি। কেন আন্টি ! আমরাতো বেশ দূরে দূরেই আছি।

নয়ন। তর্ক কোর না। Don't argue অমিতা ! একটু সুযোগ পেলেই তোমাদের এই কাছাকাছি হবার প্রবণতা আমি লক্ষ্য করেছি বলেই—এই ধরনের remark কোরতে বাধ্য হচ্ছি। Am I right ?

অমি। Yes Aunti, cent percent.

নয়ন। Thank you. এই ভাবেই সত্যকে realise করবে তা'হলেই Foreign exchange-এর মত আমার কাছ থেকে mutual exchange earn করতে পারবে। Now, young boy, তোমাকে যেতে বলার আগে একটা chance দিচ্ছি। কী চাও বলো ?

সুমি। আমি অমিকে বিয়ে করতে চাই। অমি আমাকে ভালবাসে—আমিও অমিকে ভালবাসি।

নয়ন। No never. হতে পারে না। সে ম্যাচিওরিটি তোমাদের আসেনি। তোমাদের বয়স কী? অভিজ্ঞতা কী?

সুমি। I beg to differ madam. বয়স আর experience-এর কথা যখন তুললেন, তখন বলবো—প্রেম ও অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বয়সটাই যদি ক্রাইটেরিয়ান হয়, তা'হলে তো madam আপনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এই বয়সে—

নয়ন। Will you shut up? ডেঁপো ছোকরা! তুমি আমার বয়সের কি জান হে? অসহ্য! শুনে রাখো, তোমার জন্যেই অমিতকে আমি সরিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্য।

সুমি। এক মিনিট madam. (পকেট থেকে ডায়েরি ও কলম নিয়ে) হ্যাঁ বলুন কোথায় সরাচ্ছেন? ঠিকানাটা কী? বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি।

নয়ন। তখন থেকে he is telling on my nerve—অমি! ওকে এক্ষুনি চলে যেতে বল!

সুমি। যাচ্ছি। তবে একা নয়—অমিকে নিয়ে যাব। আজই বিয়ে করবো। Tape-recorder-এ বিয়ের মন্ত্র record করা আছে। (দেশলাই জ্বালিয়ে) এই অগ্নি সাক্ষী করে মন্ত্র উচ্চারণ করবো। বিয়ে হয়ে যাবে! ব্যস্! তারপর আপনি দু'জনকে আশীর্ব্বাদ করবেন—

[দু'জনেই প্রণাম করলো]

and no ঝামেলা। That's the end.

নয়ন। উঃ! The greatest বেহায়া I have ever seen in my life, কী বদমাইস ছেলেরে বাবা! অমিতের সঙ্গে বিয়ে না হলে—ও হয়তো আমাকেই একটা offer দিয়ে বসবে! দেখ, অনেক সহ্য করেছি আর নয়। I am tired of shouting, এবার ঠেঙিয়ে বিদায় কোরব। বেরোও—বেরোও—

[নেপথ্যে মোটর হর্ণের শব্দ শোনা যেতেই সুমিত্র নার্ভাস হয়ে ছোট টেবিলের তলায় লুকোয়। টেবিল ক্লথ ঢাকা দেওয়া]

নয়ন। (খিল খিল করে হেসে) এই এখন লুকোলেন কেন? আন্টি আসুক! কী ভীতুরে বাবা!.

[পেছনে হেমাঙ্গিনী এসে দাঁড়ালেন। এরা তাঁর দিকে পেছন ফিরে কথা বলছে]

অমিত। (নয়নকে বোঝাবার চেষ্টায়) আণ্টি—আণ্টি—

নয়ন। দূর! কী আন্টি আণ্টি করছিস? আণ্টি আসবার আগেই হাওয়া? কী বীরপুরুষ! বেরিয়ে আসুন—

হেম। থামলে কেন Lady নয়ন? mimic করা হচ্ছে? বাঃ বাঃ খুব লেখা পড়া শিখেছো! Now tell me 'আণ্টি আসার আগেই হাওয়া' এসব কথার মানে কী? কে বীর পুরুষ হাওয়া হলেন?

[Table-এর movement সুরু হল দেখে টেবিলের কাছে গিয়ে জবাব দেয় নয়ন —]

নয়ন। না আন্টি। ও কথা বলিনি। বলছিলাম যে আণ্টি আসার আগেই আমাদের খাওয়া—

হেম। খাওয়া ? থামো—দাঁড়াও! খাওয়ার ব্যবস্থা করছি! বিশু বিশু—

(বিশুর প্রবেশ—হস্টেলের চাকর)

কোথায় ছিলে ?

বিশু। ভেতরে ছিলাম। দিদিমণির বাক্স-বিছানা জিনিস-পত্র সব প্যাক্ করছিলাম। (নয়নকে ইশারা করতে দেখে) আরে, কী বলছেন কী ?

হেম। কী হলো ?

বিশু। কী জানি! তখন থেকে নয়ন দিদিমণি কী যেন ইশারা কোচ্ছেন। আমি ইশারার কি বুঝবো পরিষ্কার করে না বললে ? (নয়নকে) কিছু বলতে বারণ করছেন ?

নয়ন। চুপ্।

হেম। নয়ন! কী ব্যাপার আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না। অমিত! সত্যি করে বলতো এখানে কে এসেছিলো ? চুপ করে থেকো না। বিশু আমাকে লুকোবার চেষ্টা কোর না। আমি সব বুঝে গেছি। এই ঘরে কে এসেছিল ?

[অমিতা মাসীকে আড়াল ক'রে বিশুকে দশটা টাকা দেখায়]

বিশু। আজ্ঞে, কই কেউ আসেনি তো! একটু আগে এইতো আপনি এলেন।

[এর মধ্যে টেবিলটা একটু একটু করে সরে দরজার কাছে যায়]

হেম। ঠিক আছে। এই ঠিকানাটা রাখো। আমার পরিচিত এক ভদ্রমহিলা, নাম—মিসেস .সন—তিনি আসবেন। তাঁকে দেবে—

বিশু। (জোরে পড়ে) পান্থসেবা হোটেল, মুলুকপুর।

হেম। (ধমক দিয়ে) ওটা তোমায় পড়তে কে বলেছে ?

[টেবিলের তলা থেকে সুমিত্র অলক্ষ্যে বেরিয়ে যায়]

নয়ন। উঃ মাগো !

হেম। কী হোল—?

অমি। কিছু না কিছু না আণ্টি। ওর মাথাটা বড্ড ধরেছে কিনা তাই—

নয়ন। মাথা না। পা—

অমি। পা পা ধরেছে কিনা !

হেম। কে ধরেছে ?

অমি। এঁ্যা ! ঝিঁঝিঁ—

হেম। হুঁ। দেখি টেবিলের তলায় কে ? দেখি দেখি—

[এগিয়ে টেবিলের ঢাকাটা সরিয়ে দেয়—দেখা গেল কেউ নেই]

নয়ন। ওমা ! নেই নেই—

[অমিতা আর নয়ন খিলখিল ক'রে হাসছে। আণ্টি অবাক হ'য়ে চেয়ে আছেন তাদের দিকে।]

তৃতীয় দৃশ্য

পান্থসেবা হোটেল

[দৃশ্য উঠতেই হৈ হৈ শোনা গেল—এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ বল চীৎকার করে উঠল। "তোমরা কানা নাকি? দু'দুটো লোক হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল আর তোমরা হাঁ করে বসে আছো? করছিলে কি সব? আমি মালিককে কি কৈফিয়ত দেবো?" কয়েকজন লোক বসে। এমন সময় দু'জন বেয়ারা একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে ধরে নিয়ে এল। বোকা বোকা চেহারা। লোকটির হাতে সুটকেস। স্ত্রীলোকটির হাতে পুঁটলি।]

অবিনাশ (বেয়ারা)। এই যে স্যার! খুব ধরেছি। প্রায় বাসে উঠে পড়েছিল আর কি?

দ্বিতীয় বেয়ারা। তাও কি আসতে চায়? বলে যাবো কেন? যাবার কোন কারণ নেই।

মিঃ বল। আপনি কি রকম লোক মশাই? বলি ও মশাই হরবিলাসবাবু!

হর। কেন?

মিঃ বল। কেন মানে?—তিনদিন ধরে কর্তা-গিন্নীতে একটা ঘর দখল করে রইলেন। খেলেন-দেলেন—আর ভোর বেলায় উঠে একটা পয়সাও না ঠেকিয়ে দিব্যি কেটে বেরিয়ে গেলেন?—

দীপু। কেটে বেরিয়ে গেল? হ্যাঁ গো কাকে কেটে বেরিয়ে গেলে তুমি? কী সর্বনাশ করেছো তুমি আমার?

মিঃ বল। না না সে কাটা নয়—গলা কাটা নয়—এ অন্য কাটা।—

দীপু। কাটা আবার অন্য রকম কবে হয়? হ্যাঁ দাদা, ও কাকে কেটে বেরিয়ে গেছে— আমায় একটু বলুন তো!

মিঃ বল। না না আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি টাকাকড়ি না দিয়ে কেটে পড়বার কথা বলছি।

দীপু। আচ্ছা আমি পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে কি এতই বোকা ভাবছেন আমাকে? টাকাকড়ি কথা বলছেন? ইশারায় কথা বল্লে কি হবে—আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি।

মিঃ বল। ও মশাই হরবিলাসবাবু, কিছু বলুন!—

হর। কি বলব বলুনতো? আমিতো কিছু বুঝতে পারছি না। কিসের টাকা? কে দেবে? কে নেবে?

মিঃ বল। না না এত বোকা আপনি নন। এই তিন দিনের ভাড়া দু'বেলা দুটো ক'রে বারোটা মিল, কই দেখি বিলটা। (ক্লার্ক প্রফুল্ল বিল দিল) হ্যাঁ—বারোটা মিল—ছ'টা টিফিন আর তোমার গিয়ে চা—সব শুদ্ধ হল গিয়ে—৪৭ টাকা ৭০ পয়সা—

হর। হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলতে বলতে যাচ্ছিলাম দীপুকে। বহু জায়গায় গেছি, থেকেওছি বহু জায়গায়। কিন্তু এমন সুষ্ঠু খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত, এমন যত্ন-আত্তি—এ দেখা যায় না। তিন দিনের বেশী থাকা যায় না তাই। নইলে ইচ্ছে ছিল—আরো কয়েকটা দিন থেকে যাবার।

মিঃ বল। বেশতো থাকুন না! সে তো আনন্দের কথা!

হর। না না ধর্মশালার নিয়ম অমান্য করে অধর্ম করবো না। কী বলগো?

মিঃ বল। এই মরেছে! আপনারা কি এটাকে ধর্মশালা ঠাউরেছেন নাকি? না। এটা হোটেল।

হর। হোটেল?

মিঃ বল। আজ্ঞে হ্যাঁ, পান্থনিবাস হোটেল। এবার ভালয় ভালয় পয়সাকড়ি দিয়ে—যেখানে যাবার যান।

হর। কোথায় পাব?

মিঃ বল। মানে?

দীপু। আমরা তো দেশ দেখতে বেরিয়েছি।—শুধু গাড়ি ভাড়া সঙ্গে আছে—ধর্মশালায় তো পয়সা লাগে না।

মিঃ বল। ঠিক আছে। তা হলে ঘড়ি কলম যা আছে দিয়ে যান।

হর। ছিল। সবই ছিল। আর একবার ভুল করে এই রকম হোটেলে ঢুকে পড়েছিলাম। তারা ও গুলো নিয়ে নিয়েছে।

মিঃ বল। তাহলে আপনাকে থানায় দেওয়া ছাড়া, আরতো কোন উপায় দেখছি না।

হর। তাই দিন।

দীপু। সেই ভালো। হ্যাঁগো—থানায় থাকার আবার পয়সা চাইবে না তো?

হর। না না। কয়েকবার থেকেছিতো আমরা! ভাল জায়গা।

মিঃ বল। অবিনাশ এদের থানায় নিয়ে যাও।

হর। চলুন অবিনাশবাবু। সেই ভাল। থানায় দিন কয়েক থেকে হরিদ্বার ঘুরে বাড়ী চলে যাব। কী বলো গো?

দীপু। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চল। [প্রস্থান]

মিঃ বল। এ কীরে বাবা! এতো জীবনে দেখিনি। প্রফুল্ল—আমি একটু ওপর থেকে আসছি। [প্রস্থান]

[দুজন লোক বসে। একজন খবরের কাগজ পড়ছেন নাম অম্বিকাবাবু]

প্রফুল্ল। একি স্যার! আপনি এত সকালে নীচে নেমে এলেন কেন?

অম্বিকা। Breakfast-টা ওপরে ওঠেনি বলে।

প্রফুল্ল। সে কি! বিভূতি! বিভূতি!

[বিভূতির প্রবেশ]

বিভূতি। কি বলছেন?

প্রফুল্ল। তিন তলার ন' নম্বরের অম্বিকাবাবুকে ব্রেক-ফাস্ট দেওয়া হয়নি কেন?

বিভূতি। ন'নম্বরের অম্বিকাবাবু?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ তিনতলার।

বিভূতি। তিনিতো চলে গেছেন!

প্রফুল্ল। কী রকম?

বিভূতি। হ্যাঁ। কালকে রাত্তির ১১টার সময় তিনি এক হাতে সুটকেশ আর এক হাতে বেডিং ঝুলিয়ে চলে গেছেন। আমি দেখেছি।

অম্বিকা। এই যে বিভূতি—এই যে আমি!

বিভূতি। আপনি! হ্যাঁ আপনিই তো! কিন্তু আপনি তো থাকতে পারেন না স্যার।

অম্বিকা। থাকতে পারি না মানে?

বিভূতি। হ্যাঁ। কাল রাতে আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম— চললেন স্যার? আপনি হেসে ঘাড় নাড়লেন। এখন বলছেন ব্রেক-ফাস্ট দেওয়া হয় নি। এ কী রকম কথা!

অম্বিকা। [পাশের অপরিচিত যুবককে] এ সব কী ধরনের কথা-বার্তা বলুন তো মশাই? আমি জলজ্যান্ত ঘরে রইলাম, আর ও দেখলো চলে গেলাম?

যুবক। বুঝতে পেরেছি।

অম্বিকা। কি বুঝতে পেরেছেন বলুন তো?

যুবক। এর আর বোঝাবুঝির কি আছে? পরিষ্কার ভৌতিক ব্যাপার। এখানে ভদ্রলোক থাকে মশাই? [প্রস্থানোদ্যত]

প্রফুল্ল। একি আপনি চলে যাচ্ছেন যে? ঘর নেবেন বললেন?

যুবক। না। এখানে ঘর নিলে, ঘরই আমাকে নেবে তে-রাত্তিরের মধ্যে। আমি অন্য হোটেলে যাচ্ছি। এখানে আপনারা ডবল ডবল লোক দেখছেন। আর ঘরে কাজ নেই মশাই—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বাপরে! কোথায় ঢুকেছিলুম রে?

[চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিরও প্রস্থান]

অম্বিকা। এক তালায় কি দো'তলায় কোন ঘর খালি নেই?

প্রফুল্ল। কেন?

অম্বিকা। তিন তলায় তো আর থাকা যাবে না।

প্রফুল্ল। তা'হলে এক তলায় দু'নম্বরে চলে আসুন।

অম্বিকা। সেই ভালো। হোটেলে এই সব উৎপাত আছে—আগে বলবেন তো!

প্রফুল্ল। বিশ্বাস করুন স্যার—

অম্বিকা। কী বিশ্বাস করবো মশাই? আমি ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি, আর আমার আত্মা সুটকেশ বেডিং নিয়ে বেরিয়ে গেল? ঘরটা সাফ্ করিয়ে রাখুন, আমি আসছি।

[অম্বিকা চলে গেল। ম্যানেজার মিঃ ব্যানার্জীর প্রবেশ]

মিঃ ব্যানার্জী। কি হল হে প্রফুল্ল! ও'ভাবে চেয়ে আছো কেন?

প্রফুল্ল। সর্বনাশ হয়েছে স্যার। কাল রাতে বিভূতি দেখেছে—তিন তলার অম্বিকাবাবু সুটকেস বেডিং নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। অথচ তিনি যান নি।

মিঃ ব্যা। বিভূতি মানে আমাদের বেয়ারাতো?

প্রফুল্ল। আজ্ঞে হ্যাঁ—

মিঃ ব্যা। ও ব্যাটা ড্যাম্ গাঁজাখোর।

প্রফুল্ল। গাঁজাখোর?

মিঃ ব্যা। হ্যাঁ। রাত নটার পর ও' যা দেখবে, যা বলবে, কোনটাই সত্যি বলে ভেবো না—যাও তুমি খেয়ে এস। আর শোন মিঃ বলকে একবার পাঠিয়ে দিও।

[প্রফুল্ল চলে গেল। মিঃ বল এল]

মিঃ বল। আপনি আমায় ডেকেছেন স্যার?

মিঃ ব্যা। মিঃ বল! দোতলায় দু'জন রেস্পেক্টেবল পারসন্ এসেছেন। তিননম্বরে আছেন সতীগড়ের জমিদার দোলগোবিন্দ

চৌধুরী আর তার পূর্বদিকে লেডী হেমাঙ্গিনী। লেডী হেমাঙ্গিনী ও তাঁর বোনঝিদের জন্য স্পেশাল মিলের instruction মিঃ চৌধুরী দিয়ে গেছেন। Please see to it. এ'গুলো যেন ঠিক ঠিক serve করা হয়।

মিঃ বল। O. K. Sir. [প্রস্থানোদ্যত]

মিঃ ব্যা। মিঃ বল! আমি দু'এক দিনের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি। এঁদের ভাল করে দেখা শোনা করবে।

মিঃ বল। Thank you Sir। [প্রস্থান]

[২য় যুবকের প্রবেশ]

যুবক। এই যে ম্যানেজারবাবু, কেমন আছেন ?

মিঃ ব্যা। ভাল ভাই।

যুবক। খুব ভাল ?

মিঃ ব্যা। হ্যাঁ।

যুবক। আচ্ছা, আমার কোন খবর—মানে চিঠিপত্র এসেছে।

মিঃ ব্যা। না।

যুবক। আসেনি। ঠিক আছে। যদি আসে তবে পাঠিয়ে দেবেন।

[যুবক শিস দিতে দিতে উপরে চলে যায়। অনন্ত মাইতির প্রবেশ]

অনন্ত। এই যে ম্যানেজারবাবু, বলতে নেই হবে নাকি এক হাত ?

মিঃ ব্যা। না দাদা। সকাল বেলা দাবা নিয়ে বসা ঠিক হবে না। আপনার আর কি, ফ্রী লাইফ, ইজি গোয়িং এ্যাণ্ড কামিং—

অনন্ত। এ্যাণ্ড মহাভারত হামিং। বলতে নেই খুব আনন্দে আছি। তবে ম্যানেজারবাবু, কষ্ট হচ্ছে। কারণ প্রাণভরে জনসেবা

করতে পাচ্ছি না। আমার গুরুদেব ওম্‌বোলানন্দ বলেছেন হয় গানে, নয় দানে—মানে দাবার দানে —জনসেবা করতে।

মিঃ ব্যাঃ। আচ্ছা অনন্তবাবু—গানে না হয় বুঝলুম জনসেবা হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়। কিন্তু দানে অর্থাৎ দাবায় কি করে জনসেবা হয়—আমার তো মাথায় আসছে না।

অনন্ত। ও সব এখন বুঝতে পারবেন না। গানে যে চিত্ত শুদ্ধি হয়, দানে অর্থাৎ দাবায় সে চিত্ত স্থির হয়। বলতে নেই, চিত্ত স্থির হলে কি হয়?

মিঃ ব্যা। কি হয়?

অনন্ত। এল্‌বেল্‌ চিন্তা হয় না। পরনারীর দিকে চোখ যায় না। বলতে নেই, মদ খাবার ইচ্ছে হয় না।

মিঃ ব্যা। এতগুলো?

অনন্ত। হ্যাঁ। আমার গুরুদেব ওম্‌বোলানন্দ স্বামী কি সাধে এই হোটেলে আসতে বলেছেন? এই হোটেলেই তো যতসব পাপীদের আশ্রয়—

মিঃ ব্যা। আমার হোটেলে?

অনন্ত। আপনার হোটেলে কেন! দুনিয়া শুদ্ধ সমস্ত হোটেলেই।

মিঃ ব্যা। তা অম্বলানন্দ স্বামী থাকেন কোথায়?

অনন্ত। আম্বালায়। অম্বলানন্দ নয়—ওম্বলানন্দ। দিন রাত্‌ ওম্‌ ওম্‌ করেন কিনা। [প্রণাম] যাকগে। বলতে নেই— বিকেলে বসবেন তো?

মিঃ ব্যা। বিকেল হোক দেখা যাবে ভাই।

অনন্ত। না খেললে কিন্তু আমি চলে যাবো।

মিঃ ব্যা। আচ্ছা আচ্ছা খেলবো।

অনন্ত। হ্যাঁ খেলবেন। (হঠাৎ গান ধরলো)

দুর্যোধন দুঃশাসন এক শত ভাই।
এই দেখি কী আওয়াজ
এই দেখি নাই।
দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরি হল যে নিধন
ওরে পাপীজন
আমি গান্ধারী বন্দনা করি—
শুন দিয়া মন।

[ইতিমধ্যে পঞ্চানন পাকরাশীর প্রবেশ—হাতে রেসের বই]

অনন্ত। এই যে! খেলবে চল।

পঞ্চা। আচ্ছা বলত দাদা—মাই ডারলিং, না—

অনন্ত। ম্যানেজারবাবু মাই ডারলিংটা কি মশায়?

পঞ্চা। ঘোড়া।

অনন্ত। তুমি নিজেইতো ঘোড়া। তোমার বাবা কি এ লাইনে ছিল?

পঞ্চা। না।

অনন্ত। তা'হলে তোমার কিছু হবে না। আজকাল বাবার লাইন ছাড়া ছেলের কিছু হয় না। চলো! ১৫৲ টাকা ধার নিয়েছিলে ১০৲ টাকা শোধ হয়েছে। বাকী ৫৲ টাকা খেলে শোধ করবে।

পঞ্চা। পরে যাব। এটা মিলিয়ে নেই।

অনন্ত। না পরে নয়। হয় টাকা দাও— নয় দাবায় বসো।

পঞ্চা। কি বিপদে পড়লুম রে বাবা! চলুন!

[উভয়ের প্রস্থান। সুমিত্র ও কালাচাঁদের প্রবেশ]

মিঃ ব্যা। Good morning. কি ব্যাপার, আপনারা এত সকালে? Without any information?

কালাচাঁদ। এবার আর জানাবার সময় পাইনি। একটা ছোট্ট শিকারের খোঁজে এসেছি।

মিঃ ব্যা। শিকার?

কালাচাঁদ। হ্যাঁ। মিঃ ব্যানার্জী, আমাদের একটা ভাল থাকবার বন্দোবস্ত করে দিন। আর শুনুন, ম্যাডাম হেমাঙ্গিনী এখানে এসেছেন কি?

মিঃ ব্যা। হ্যাঁ।

কালাচাঁদ। ঠিক আছে। আপনি আমাদের একটা ঘরের ব্যবস্থা করুন।

সুমিত্র। কালা! বাইরে থেকে সুটকেস বেডিং-গুলো আনতে বল্।

কালাচাঁদ। মিঃ ব্যানার্জী! একটা বেয়ারা দিয়ে আমাদের জিনিস-পত্রগুলো আনিয়ে দিন।

মিঃ ব্যা। All right.

[সুমিত্র ও কালাচাঁদ সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে যায়]

মিঃ ব্যা। বেয়ারা—বেয়ারা—

চতুর্থ দৃশ্য

দোলগোবিন্দের ঘর

দোল। (পায়চারি করছে) চিতু! চিতু! চৈতন— !

(চিতুর প্রবেশ)

ফেরেনি এখনও—?

চিতু। না Sir.

দোল। আমি জানি মেয়েছেলে মেয়েছেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলে—তেঁতো না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসে না। আচ্ছা চিতু,—বিচ্ছিরী রকমের বেশী সময় নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না তোমার?

চিতু। তা' হচ্ছে। তবে স্যার বোনঝিদের আনতে গেছেন, হয়তো একটু কাঁদবেন-টাঁদবেন—

দোল। Yes. কাঁদবেন নিশ্চয়ই—কাঁদা উচিৎ। But how many drops of tears do you suggest? Maximum twenty drops? কুড়ি ফোঁটা চোখের জল ফেলতে কতটা সময় লাগা উচিৎ? একমিনিট। That's enough—তারপর বুকে জড়িয়ে ধরা—আরো তুমিনিট। যেতে আসতে সময় লাগবে—এখান থেকে স্বপনপুর এক মাইল—না চৈতন, I beg to differ—অনেক সময় নিচ্ছে ওরা।

চিতু। Sir, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না—

দোল। কি বিষয়ে বল?

চিতু। এই সুলুকপুর থেকে সুজাগঞ্জে যাওয়া—সেখান থেকে স্বপনপুর বোর্ডিং থেকে বোনঝিদের নিয়ে আসা—

দোল। হুঁ—বুঝতে পারছো না? চিতু! তুমি কি বলতে চাও এই বয়সে আমি হঠাৎ একটা বোকার মত কাজ করে ফেলেছি?

চিতু। আমি তা ভাবিনি। আমি শুধু ভাবছি যে, এতটা পথ গাড়ি করে তেল পুড়িয়ে for nothing—

দোল। For nothing—কে বললে? চৈতন, আমি তর্ক একদম ভালোবাসি না। তোমায় হঠাৎ ফোঁপোর দালালি করতে কেউ বলেনি। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও। (চিতু প্রস্থানোদ্যত) শোন চিতু—যেতে বলেছি বলেই যে যেতে হবে—এ' কবে থেকে শিখলে!

চিতু। না Sir গেলেও আমি কাছাছিই থাকতুম। (হর্ণের শব্দ)

দোল। দেখ, বোধহয় Lady হেম এসে গেছেন।

চিতু। আচ্ছা স্যার।

[প্রস্থান। কিছুক্ষণ পর হেমের প্রবেশ]

হেম। Good morning মিঃ চৌধুরী!

দোল। হেম, তোমার আসতে ভদ্র রকম সময় পার হয়ে গেছে—আমি খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। না, তোমাদের জন্য নয়, আমার গাড়িটা পুরোনো বলে।

হেম। কিন্তু পুরোনো হলেও চলেছে ভারী সুন্দর।

দোল। সেটা আমার চরিত্রের—আমার ব্যক্তিত্বের জন্য—

হেম। এঁ্যা!

দোল। না,—বলছি—আমার মহৎ স্বভাবের মতোই—দেরি হলো কেন?

হেম। এঁ্যা?

দোল। দেখ হেম—আমি প্র্যাকটিকাল লোক, প্র্যাকটিকাল কথা-বার্তা পছন্দ করি। ফিরতে এত দেরি হল কেন জিজ্ঞেস করেছি। তুমি খালি এঁ্যা—এঁ্যা করছো—

হেম। ও, সরি মিস্টার চৌধুরী। আর বলেন কেন? আপনি তো দেখেছেন নয়নকে—আমার আর এক বোনঝি—।

দোল। ও হ্যাঁ—ঐ জ্যাঠা মেয়েটা—?

হেম। হ্যাঁ। নয়ন একটু বেশী কথা বলে বটে—তার জন্য বকুনিও কম খায় না। ওকেও সঙ্গে করে আনতে হ'ল। তারপর অমিতার বান্ধবীরা ওকে একটা বিদায় অভিনন্দন দিল কিনা—সেইজন্যে—

দোল। বিদায় অভিনন্দন is a good thing. কিন্তু কথাটা আমাকে আগে বলা উচিত ছিল হেম। সেইভাবে আমি নিজেকে adjust করে নিতে পারতাম। চট্ করে রাগতাম না। মানে, একটু পরেই না হয় রাগতাম—।

হেম। আমি খুব দুঃখিত, মিঃ চৌধুরী। যেতে-আসতে টায়ার্ড হয়ে পড়েছি।

দোল। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আমিও টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। অমিতার সঙ্গে আজ কোন কথা হয়েছে ?

হেম। হ্যাঁ-হ্যাঁ! চব্বিশ ঘণ্টাই তো কথা হচ্ছে!

দোল। কার কথা ?

হেম। আপনার!

দোল। That's fine. তারপর বলো—

হেম। আজও বোর্ডিং থেকে আসবার পথে কথা হলো। বল্লে—আন্টি, আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, কী বলবো! ওঁর মত জ্ঞানী গুণী আর একস্‌পিরিয়েন্‌স্‌ড্‌ মানুষকে, আমার মত ছেলে-মানুষের স্বামী হিসাবে পাওয়া আমি ভাগ্য বলে মনে করি।

দোল। কেন ? কেন ? এ সব কথা বলছে কেন ?

হেম। আনন্দে।

দোল। ও আনন্দে বুঝি এ'সব কথা বলে ? তারপর ?

হেম। বলছিলো—আন্টি, স্বামী তো পায় অনেকেই। কিন্তু সেই সঙ্গে অভিভাবক পায় ক'জন ?—আমি সেই ভাগ্যবতী যে স্বামী আর অভিভাবক একসঙ্গে পাবে—

দোল। বা-বা, এ'রকম যুক্তিপূর্ণ মিষ্টি কথা আমি বরাবরই শুনতে ভালবাসি। মেয়েটি একটি রত্ন। আমার মনে হচ্ছে হেম এ' বিয়েতে আমরা খুব সুখী হবো।

হেম। হবেন-ই তো! আপনি সুখী হবেন বলেইতো এই ব্যবস্থা করেছি। নইলে আপনার আশীর্বাদে অমিতার বিয়ের সম্বন্ধতো অনেক এসেছে, এখনও আসছে।

দোল। আবার দুঃখিত হলাম হেম। সম্বন্ধ এখনও কেন আসছে ? তোমার আমার মধ্যে লিখিত কনট্রাক্ট হয়েছে, তুমি অমিতাকে বিয়েতে রাজী করাবে, আমি অমিতাকে ৫০ হাজার টাকার গহনা দেব—তুমি অমিতার সঙ্গে আমার বাড়ী যাবে, সেখানকার সংসার গুছিয়ে দেবার জন্য ছ'মাস থাকবে এবং ছ'মাস থাকার জন্য তোমাকে পাঁচশো—না, হাজার টাকা মাসে দেওয়া হবে—রাইট্ ?

হেম। রাইট্। আমি তো এ নিয়ে একটা কথাও বলিনি।

দোল। এই যে বল্লে—সম্বন্ধ আসছে—

হেম। যত ইচ্ছে আসুক না ! আমি তো এ্যাক্সেপ্ট করিনি।

দোল। Very good. আচ্ছা তাহলে একবার অমিতাকে এনে আজ রাতে কথা কইয়ে দাও—হেম, তা'হলেই ডিড্টা কমপ্লিট হয়ে যায়।

হেম। নিশ্চয়ই আনবো। ওতো আসবার জন্য ছটফট করছে। এক্ষুণি আসতে চাইছিলো, আমি অনেক কষ্টে থামিয়েছি।

দোল। কেন ? কেন ? থামালে কেন হেম ?

হেম। আমি তো জানি আপনি অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। —তা'ছাড়া, হয়তো আপনার একটু রাগও হয়েছে আমাদের দেরি দেখে। সেইজন্য ভাবলাম—

দোল। না—ভেবে ভাল করোনি হেম। ক্লান্তি এবং রাগ দুই-ই হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু অমিতাকে দেখলে সে-সব কিছুই হয়তো থাকতো না।—চিতু !

নেঃ চিতু। বাইরেই আছি স্যার।

দোল। আর থেকো না, এবার একটু ভেতরে এসো।—

(চিতু এলো)

হেমকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো। আর শোন—তোমার যদি মন আর মুড্ ভালো থাকে তা'হলে নিজে বাজারে গিয়ে কিছু ফলটল কিনে অমিতাকে দিয়ে এসো। আর শোন, তখন যে বড় বলছিলে—এবার শোন হেম কী বলছে—

চিতু। কি বলছেন?

দোল। বলছে যে অমিতা আমার কাছে আসবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। এখুনি আসার জন্য জেদ ধরেছিলো—হেম তাকে বহুকষ্টে—(চিতু চুপ করে আছে দেখে) তুমি মাইনে পত্তর বুঝে নিয়ে একঘণ্টার মধ্যে আমার চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাও। P. A. ফিয়ের আমার দরকার নেই। তোমাকে আমি জবাব দিলাম।

চিতু। কী আশ্চর্য! আমিতো আপনার কথা শুনছি!

দোল। শুনছো তো মুখে কোন expression নেই কেন রাস্কেল?

চিতু। আপনার কথা বলা শেষ না হলে সেটা দিই কেমন করে—?

দোল। আমার বলা শেষ হয়েছে—এইবার তা'হলে দাও—

[চিতু শব্দ না করে হাসলো]

That's fine.

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[অমিতা ও নয়নের ঘর। ওরা বসে আছে]

অমি। আমার মনে হচ্ছে নয়ন—আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো।

নয়ন। সেটা বোধহয় ঠিক হবে না।

অমি। তা'হলে কি করবো বল? আন্টি এমন শত্রুতা করবে কি করে জানব? (যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এই ভাবে) তা'হলে আমার বোধহয় থ্রম্বসিস হচ্ছে।

নয়ন। সেটাও বোধহয় ভালো হবে না।

অমি। কোথাও শুনেছো এ'রকম একটা অদ্ভুত ভাগ্যের কথা? বাবা মা মারা গেলেন—দিয়ে গেলেন আন্টির হাতে। মানুষ টানুষ করে মাসী এখন তুলে দিচ্ছে একটা মিশরের মমীর হাতে।

নয়ন। সে আবার কে?

অমি। ঐ যে ঘোলগোবিন্দ। (নয়ন হাসলো) তুই হাসছিস্? হাসি আসছে তোর? মাসী আমার ফাঁসীর হুকুম দিয়ে বসে আছে—

(হেমের প্রবেশ)

হেম। Objectionable. আমি প্রতিবাদ করছি অমি। আমি কোথায় চেষ্টা করছি তোমার ভবিষ্যৎ যাতে সিকিওর্ড হয়,

তুমি যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পার—চ'লে ফিরে বেড়াতে পার, সেইজন্যে টাকার তৈরি সিংহাসনে তোমাকে বসাতে চাইছি—আর তুমি কিনা! Shame—shame. আমি বুঝতে পারছি আজকাল তোমাকে বুদ্ধি দেবার লোক হয়েছে নয়ন।

নয়ন। না মাসীমা, আমি ওকে—

হেম। Shut up। কী আমি ওকে?

নয়ন। আমি ওকে বোঝাচ্ছিলুম—স্বামীর বয়স নিয়ে কান্নাকাটি না করতে।

হেম। কান্নাকাটি করছে বুঝি—?

অমি। না—ঠিক তা' নয়—এই—

নয়ন। না আন্টি, ও একটুও কাঁদেনি। আমি তাইতো ওকে বোঝাচ্ছিলুম—আন্টি যা করবে সে তো তোর ভালর জন্যই করবে।

হেম। Thats right. নয়ন যেটা বোঝে, সেটা তুমি বুঝতে চেষ্টা কর না! এই কথাটা সব সময় মনে রাখবে—দোলগোবিন্দ বাবুর অনেক টাকা। এতটাকা যে সতীগড়ের লোকেরা বলে—ও নাকি আশ্বিন মাসে পূজোর আগে টাকা শুকোতে দেয় রোদ্দুরে।

নয়ন। রোদ্দুরে কেন শুকোতে দেয় মাসীমা? টাকা কি ভিজে থাকে নাকি?

হেম। ঠিক তা নয়। পোকায় টোকায় না কাটে এই জন্যে আর কি।

নয়ন। ওরে বাবা—

হেম। ওরে বাবা নয়—ফ্যাক্ট। সেই লোক অমিতাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। শুধু মুগ্ধই হয়নি—বিয়ে করে স্ত্রীর সম্মান দিতে চাইছে। সারাটা জীবন লোকটা খালি টাকাই জমিয়েছে—বিয়ে করার ফুরসত পায়নি।

অমি। বল কি আন্টি! শ্রদ্ধা হচ্ছে ভদ্রলোকের ওপর।

হেম। ব্যস্—এই শ্রদ্ধাটা রেখে যাও—ভালবাসতে হবে না।

নয়ন। কেন আন্টি আপনি এমন কথা বলছেন? বিয়ে করলে স্বামীকে ভালবাসা কি উচিত নয়?

হেম। সেটা আমি জানি—তোমায় জ্ঞান দিতে হবে না। ভালবাসা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু বয়সটা ওঁর একটু ইয়ে মানে—বেশী হয়ে গেছে তো? কাজেই ভালবাসার বদলে ভাল লাগা করতে হবে। তবে ভাল লাগতে লাগতে যদি বাসা এসে যায়, আসুক—মানা করবো না। কিন্তু সব সময় এই কথা মনে রাখবে অমি—আমি কথা দিয়েছি সে কথা তোমাকে রাখতেই হবে।

অমি। হ্যাঁ—কথা আমি নিশ্চয়ই রাখবো আন্টি। বলেছি তো ভদ্রলোককে বেশ ভালো লেগেছে আমার।

নয়ন। কত টাকা অথচ এতটুকু অহংকার নেই না মাসীমা?

হেম। ওটা বাজে কথা—অহংকার আছে। অহংকার আছে—রাগ আছে—বদমেজাজী মানুষ—কথায় কথায় বন্দুক বার করে—সেটা ক্রমশঃ তুমি টের পাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে টাকাও অনেক আছে।

নয়ন। তা হলেই হল—টাকাটাই তো আমাদের লক্ষ্য না মাসীমা?

কিন্তু মাসীমা যদি রাগ না করেন, তবে একটা কথা বলব ?

হেম। বল।

নয়ন। বলছি দোলগোবিন্দবাবুর সঙ্গে অমিতের বিয়ে হবে এটা খুবই সুখের কথা। ক'জন মেয়ে এমন স্বামী পায়! কিন্তু আমি আর অমি আরো অনেক অনেক বেশী খুশী হ'তাম যদি আপনার সঙ্গে—আপনিওতো বিয়ে করেননি মাসীমা। আর আপনার বয়সওতো এমন কিছু—তা'ছাড়া আপনাকে এখনও এত সুন্দরী দেখায়……যেমন ফিগার—তেমনি—

[একটু লজ্জিত হল হেম। চট করে একবার অমিতের দিকে চেয়ে বলল—]

হেম। লজিক্যাল—খুব প্র্যাকটিকাল্ কথা বলেছো তুমি। সত্যি কথা বলতে কি তোমার দূরদৃষ্টি দেখে আমি খুশীই হলাম। আমি চেষ্টা করেছিলাম।

নয়ন। চেষ্টা করেছিলেন ?

হেম। হ্যাঁ! এমন কি বলেও ছিলাম।

নয়ন। ও! বলেছিলেন ?

হেম। হ্যাঁ কিন্তু উনি বললেন—একবার মনস্থির করার পর আর কি ডিশিসন পাল্টানো ঠিক হবে হেম ? ন্যাচারালি আমি—

নয়ন। ন্যাচারালি।

হেম। কিন্তু অমিত তুমি আর দেরি কোর না—একটু ভালভাবে সেজেগুজে নাও। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে মনে আছে তো ?

অমি। আছে আন্টি। আমি—

হেম। হ্যাঁ তুমি। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো এমন কিছু বলবে না, যাতে আমাদের ফ্যামিলির প্রেস্‌টিজ্‌ হ্যাম্‌পার্ড হয়।

অমি। না আন্টি।

হেম। কম কথা বলবে—ছ'একবার চোখ তুলে তাকাবে ওঁর দিকে।

নয়ন। কী রকম করে তাকাবে আন্টি? আমি একবার দেখাবো? (দেখায়) এই রকম?

হেম। That's right. আর একবার দেখাও তো! (নয়ন দেখায়) নয়নের কাছে দেখে নিও অমিত। হ্যাঁ কথাও বলবে। কিন্তু যা বলবে তাতে যেন উনি বুঝতে পারেন যে, তুমি ওঁকে পছন্দ করেছো।

নয়ন। আন্টি, অমিত বলছিলো ও যখন বোর্ডিংএ ছিল, সেই সময় একদিন সবাই মিলে পিক্‌নিক্‌ করতে জঙ্গলে গিয়েছিলো। সেই সময় ওকে আর ওর এক বান্ধবীকে বুনো শূয়োরে তাড়া করে। একজন ইয়ংম্যান এসে শূয়োরটাকে মেরে ফেলে। সেই থেকে—

হেম। What সেই থেকে? What young man?

নয়ন। ঐ যে বললাম বুনো শূয়োর—

হেম। What বুনো শূয়োর? বুঝেছি। কিন্তু সেই শূয়োর ইয়ংম্যান কি করবে?

নয়ন। শূয়োর ইয়ংম্যান নয় মাসীমা! ইয়ংম্যানই শূয়োর মেরে—

হেম। অল্ দ্য সেম্। কিন্তু হঠাৎ আমাকে এ'কথা শোনাবার মানে কি নয়ন?

নয়ন। মানে কিছুই নেই। আমি বলছিলাম—

হেম। না কিছুই বলছিলে না। যখন একটা বয়স্ক লোকের সঙ্গে অমিতের বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তখন কিছুতেই কোন কারণেই কোন ইয়ংম্যানের কথা বলবে না। ইয়ংম্যানদের আমি hate করি। ইয়ংম্যান ইয়ংগার্লদের নিয়ে কি করবে?

নয়ন। আন্টি আমি আপনাকে সমর্থন করছি। ইয়ংম্যান ইয়ংগার্লদের নিয়ে কি করবে? হৈ হৈ করবে—দিন কতক আমোদ আহ্লাদ করবে—তারপর smothly ফেলে পালিয়ে যাবে—মানে নিপাত্তা হ'য়ে যাবে।

হেম। ঈশ্বর না করুন, তারমধ্যে যদি একটি সন্তান কোলে আসে তখন তাকে নিয়ে হয় আন্টির বাড়ী, নয় ভিক্ষে। কিন্তু প্রবীণ মানুষ—রাত্তির বেলায় ভালবাসি ভালবাসি বলে প্যান প্যান্ করে ঘুমের ব্যাঘাত করবে না—যা' বলবে সবই জ্ঞানের কথা বলবে। তাছাড়া—যেখানে ব্যবস্থা করছি সেখানে সারাজীবন টাকা নিয়ে বাঘবন্দী খেললেও সে টাকা ফুরোবে না।

নয়ন। বাঘ বন্দী হয়ে গেল, আর তুই শূয়োরের পেছনে দৌড়াচ্ছিস! কিন্তু আন্টি, মন বলেতো একটা জিনিস আছে।

হেম। না। মন বলে কিছু নেই মেয়েদের। যে সব মেয়ের ওটা আছে বুঝতে হবে জীবন নিয়ে তারা জুয়ো খেলছে। গা থেকে যৌবনের water colour যেদিন মুছে যাবে—

নয়ন। Sorry to ইন্‌টারাপ্ট you আন্টি। ওটা water colour হবে না—অয়েল colour হবে। ঐ যে লোকে বলে না—তোর তেল হয়েছে—জল হয়েছে তো বলে না।

হেম। (একটু ভেবে) I see. তাহলে এতক্ষণে বোঝা গেল young man—old man করে অমিতকে ক্ষেপিয়েছো তুমি ?

নয়ন। না মাসীমা।

হেম। Don't say না মাসীমা। তুমি duel role play করছো না ? আমি সহ্য করবো না। [অমিতের প্রস্থান] কাল সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে তুমি তোমার জিনিস-পত্র নিয়ে ভাগলপুরে তোমার মামার বাড়ী চলে যেও। আমার নুন খেয়ে তুমি নিমকহারামি করছো ? ইতর ছোটলোক কোথাকার। [হেমের প্রস্থান]

নয়ন। আমি ইতর আমি ছোটলোক !

অনন্ত। [নেপথ্যে] Lady হেম আছেন নাকি—? Lady হেম—

নয়ন। কে ? ভেতরে আসুন। [অনন্তের প্রবেশ]

অনন্ত। আমি হলুম শ্রীঅনন্ত চরণ মাইতি। এই হোটেলেই আছি। রোজই ভাবি আসবো আসবো, আসা আর হয় না। Lady হেম নেই ?

নয়ন। আজ্ঞে না। কী দরকার আন্টির সঙ্গে ?

অনন্ত। বিশেষ দরকার আছে। একটু বসি—হরিবোল—হরিবোল—(গান ধরে—"গাও শ্রীহরির নাম গান।")—

অবাক হচ্ছিস? —তাই না? এই গান গেয়ে লোকের অস্থির চিত্ত শুদ্ধি করি—মানে repair করি। আর এই দাবা (দেখিয়ে) খেলে জনসেবা করি।

নয়ন। দাদু, আমার চিত্তটা শুদ্ধ করে দিন না! খুব অস্থির—খালি গালাগালি খাচ্ছি।

অনন্ত। নারে দিদি তোর চিত্ত শুদ্ধির দরকার নেই। দেখলাম এই হোটেলে একমাত্র তোরই চিত্ত শুদ্ধ—পবিত্র—

নয়ন। ও তাই বুঝি—? (ভেবে) আচ্ছা দাদু আপনি যখন জনসেবা করেন, তখন একটা অস্থির চিত্তের সন্ধান দিচ্ছি। তাকে যদি টিট করতে পারেন—তবেই বুঝবো—আপনি সত্যি সত্যি জনসেবা করছেন।

অনন্ত। কে? কোথায় সে?

নয়ন। বলছি পঞ্চাশ বছরের এক বুড়ো আমার বোন অমিতাকে বিয়ে করতে চায়। অমিত সবে কুড়িতে পা দিয়েছে—আন্টিও determined.

অনন্ত। কী? এত বড় কথা? বুড়োর নাম ঠিকানা দে।

নয়ন। নাম হচ্ছে ঘোল গোবিন্দ—না-না ওটা আমার বোনের দেওয়া নাম। (ভেবে) দোলগোবিন্দ চৌধুরী। এই হোটেলের ৪নং ঘরে থাকে। ঠিক করেছে এখানেই বিয়ে করে তবে যাবে।

অনন্ত। ও—ওই ৪নং এর চুরুট-খেকো-বুড়োটা? দেখাচ্ছি মজা—

নয়ন। দাদু—আমি বলেছি একথা কাউকে বলবেন না। কথা দিচ্ছেন?

অনন্ত। না রে না—তুই কিছু ভাবিস নি—ওরে বুড়ো তোর

মাথার ওপর শকুনী ওড়বার কথা আর তুই প্রজাপতি ওড়ার স্বপ্ন দেখছিস্? দাঁড়া— [প্রস্থান]

[নেঃ] চৈতন। ভেতরে আসতে পারি—?

নয়ন। (বিরক্ত হয়ে) কে?

চিতু [নেঃ]। আমি—

নয়ন। আমি কে? ভেতরে আসুন। [চিতুর প্রবেশ] কি চাই?

চিতু। মিঃ দোলগোবিন্দ চৌধুরী এই ফলগুলি পাঠিয়েছেন।

নয়ন। মিঃ চৌধুরীকে বলুন ফল পাঠানো নিষ্ফল।

চিতু। ফলে আমার চাকরি যাবে।

নয়ন। তার মানে বলতে চান আপনার চাকরি বাঁচাবার জন্য আমাদের এই ফলভোগ করতে হবে?

চিতু। Exactly.

নয়ন। তা'হলে ঐখানে ঝুড়িটা রেখে দিন। (রেখে দিন) Thank you—এবার আসুন। (চিতু বসল) ওকি! আবার বসলেন কেন? আপনাকে আসুন বলেছি—বসুন নয়।

চিতু। খুব tired হয়ে পড়েছি, তাই—একটু rest নিচ্ছি।

নয়ন। একেবারে আপনার কর্তার ঘরে গিয়ে rest নিলেই পারতেন। এটা মেয়েদের ঘর।

চিতু। পুরুষ মানুষের বিশ্রাম তো মেয়েদের ঘরেই!

নয়ন। বাঃ বেশ কথা বলেন তো! বুড়োর কাছে কতদিন চাকরি করছেন?

চিতু বুড়ো নয়, বলুন বুড়োবাবু। After all আমার মনিব তো?

নয়ন। Sorry। কিছু মনে করবেন না।

চিতু। না না। আমি কর্তাবাবুর P. S.। চাকরিটা আমার অনেকদিন হল।

নয়ন। P. S. এর মানে তো Personal servant. তাই না?

চিতু। আজ্ঞে না Personal secretary বলতে পারেন—Private secretary'ও বলতে পারেন।

নয়ন। ও! আচ্ছা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কে আছেন?

চিতু। কেউ নেই।

নয়ন। মানে?

চিতু। দেখুন এমন একটা responsible post-এ আছি—সব সময় সব কথা বলা—বা আলোচনা করা চলে না।

নয়ন। যখন আলোচনা, বা বলা সম্ভব নয়—আপনি আসুন। আমার কাজ আছে। নমস্কার।

চিতু। দেখুন মিস্! একটা কথা বলার ছিল—বলেই চলে যাব।

নয়ন। বলুন!

চিতু। কর্তাবাবুর সঙ্গে আপনাদের বাড়ী আমি গেছি।

নয়ন। ভাল কথা।

চিতু। সেখানে আপনাকে দেখেছি।

নয়ন। আরো ভাল কথা।

চিতু। আপনাকে না, আমার খুব ভাল লেগেছে। বলতে পারেন ভালবেসেই ফেলেছি। তাই এই ফল দেবার দায়িত্বটা নিজেই নিয়েছি—ফলাফলটা জেনে যাব বলে।

নয়ন। তাই বুঝি?

চিতু। হ্যাঁ—

নয়ন। (স্বগতঃ) একে দিয়েই কাজ হবে।

চিতু। আপনার মতামতটাতো জানতে পারলাম না মিস।

নয়ন। আপনাদের কর্মচারী ও মনিবের দেখছি একই রোগ।

চিতু। আপনি আমাকে misunderstand করবেন না। আমি একজন শিক্ষিত ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক। আপনাকে বিয়ে করার risk আমি নিতে পারি। আপনি কর্তাবাবুর কথা বলছেন? তিনি যে বিয়ে করতে চাইছেন, সেটা অন্যায় কিছু নয়। সারাজীবন বিয়ে করেন নি। লাখ লাখ টাকা।

নয়ন। দুটো একসঙ্গে হয় না। লাখ লাখ টাকা রোজগার করবেন —সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করবেন—ও' দুটো কি এক সঙ্গে হয় দাদা? তা' হয় না।

চিতু। না না, আমি সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি—বিয়ে না করলে হয় অনাথ আশ্রমে যাবে—নয় আত্মীয়-স্বজনেরা লুটে পুটে খাবে। তাই এই বিয়ে করা। আর একটা কথা। দাদা বলবেন না। ব্যথা পাব।

নয়ন। বুঝেছি। তা এত' জায়গা থাকতে বেছে বেছে আমাদের এখানে জুটলেন কেন?

চিতু। একি আমাদের হাত? ভগবান জুটিয়েছেন। Sir বলেছেন চিতু, তুমিও বিয়ে করে সংসারী হও। আমি তোমাকে আমার property-র কিছু অংশ দেবো।

নয়ন। তাই নাকি? তাহলে তো আপনি যে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন! আমি কেন?

চিত্তু। আমি কেন? এ'কথা বলতে পারলেন?

নয়ন। বলে ফেললাম তো।

চিত্তু। আচ্ছা, তা'হলে আমি চলি।

নয়ন। শুনুন।

চিত্তু। আমি?

নয়ন। আপনি ছাড়া এ'ঘরে আর কে আছে? কাছে আসুননা! —ভালবেসেছেন বলছেন—

চিত্তু। ঠিক আছে—ঠিক আছে।

নয়ন। দেখুন আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তবে কিছুদিন আপনাকে দেখি। একটু—observation-এ রাখি। একটু ভালবাসি। তারপর—

চিত্তু। Enough—enough. Thank you—thank you madam. [প্রস্থান]

[গম্ভীর ভাবে নয়ন চেয়ারে বসে। অমিতার প্রবেশ]

অমি। কি হয়েছে নয়ন?

নয়ন। কি হয়েছে? তোর জন্যইতো আন্টির কাছে এতগুলো কথা শুনতে হ'ল—আমি ইতর আমি ছোটলোক—

অমি। বারে আমি কি করলুম! তুই, তুইও আমাকেও ভুল বুঝলি নয়ন? (কেঁদে ফেলে)

[হেমের প্রবেশ অমিকে কাঁদতে দেখে —]

হেম। চুপ কর—চুপ কর, ঠিক আছে—নয়নকে মামার বাড়ী

যেতে হবে না। নাও—হলতো? আবার তোমার গম্ভীর হবার কি আছে নয়ন? হাসো—হাসো—হাসো—

[নয়ন শব্দ না করে, মুখ ফাঁক করে হাসে]

হেম। অমিত তৈরি হয়ে নাও। মিঃ চৌধুরী—ওয়েট্ করছেন। যেতে হবে।

নয়ন। (অমিকে) নে, ওঠ্—চল্!

অমি। না-না আমাকে ছেড়ে দে—তুই যা—। আমি যেন মাটির পুতুল। আমাকে যে ভাবে নাচাবে, সেই ভাবে নাচতে হবে?

হেম। অমি। কেন তুমি এ'রকম করছো আমাকে একটু বলবে কি?

অমি। আমি—

হেম। না-না, আমি টামি বলে এখন আর কোন স্নুবিধে হবে না। সব ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল। আমার মনে হচ্ছে—তোমার আর নয়নের এই কান্না আর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের পেছনে আর একজন মানুষ আছে। তিনি কে—আমি সেইটেই জানতে চাই। কে তিনি? নাম বলো—

ব্যাচা। (নেপথ্যে) আজ্ঞে ব্যাচারাম বল। (সকলে চম্‌কাল)

হেম। ব্যাচারাম বল্! I see. Now the cat is out of bag. ভেতরে আস্নুন! চেহারাখানা একবার দেখি।

(ব্যাচার প্রবেশ)

I see. আপনি?

ব্যাচা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

হেম। এতক্ষণে বুঝলাম। কিন্তু এই বাড়াবাড়িটা কেন করলেন?

ব্যাচা। আজ্ঞে, সেটা আমার কর্তব্য বলে।

হেম। বাড়াবাড়ি করাটা আপনার কর্তব্য? অথচ আপনি জানেন—

ব্যাচা। জানি বইকি—আমি সবই জানি।

হেম। তা'হলে জেনে শুনেই আপনি! you are a criminal.

ব্যাচা। Madam সে আপনি স্নেহবশে যা' ইচ্ছে বলতে পারেন।

হেম। স্নেহবশে! I hate you.

নয়ন। Aunti hates you.

হেম। You shut up.

ব্যাচা। সে আপনি বলতে পারেন Madam. কিন্তু আমি সত্যি বলছি—

নয়ন। Aunti, উনি—

হেম। চুপ কর! বলুন, আপনি কি বলতে চান—আমি শুনবো।

ব্যাচা। বলছিলাম—আমার কর্তব্য বলে যা বুঝেছি—

হেম। কী বুঝেছেন আপনি কর্তব্য বলে?

ব্যাচা। আজ্ঞে যা করেছি তা যৎসামান্য—

হেম। My dear Sir—don't say যৎসামান্য। যা' করেছেন, তা যৎসামান্য নয়। তাকে যৎসামান্য বলে না। তার নাম—কেলেঙ্কারি।

ব্যাচা। (নয়নকে) আপনি আমাকে বাঁচান। বড্ড লজ্জা করছে আমার। উনি ভীষণ বাড়িয়ে বলছেন।

নয়ন। ও'. ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে আন্টি। ওকে ছেড়ে দিন।

হেম। কিপ্ কোয়ায়েট্। আমি তোমাকে অর্ডার করছি নয়ন—তুমি কোন কথা বলবে না। ছিঃ ছিঃ এই তোমাদের শিক্ষা দীক্ষা—এই তোমাদের রুচি—এই কাল্‌চার? এইজন্য তোমাদের এতটাকা খরচ করে—

অমি। আন্টি, উনি—

হেম। চুপ কর চুপ কর—আমার রাগ বাড়িয়ে দিও না—আজই এখুনি আমি এ'ব্যাপারের নিষ্পত্তি করব। বলুন, আমি কি বাড়িয়ে বলছি?

ব্যাচা। আজ্ঞে আমার সাধ্যমত আপনাকে খুশী করার চেষ্টা করেছি।

হেম। না। আমি খুশী হইনি। খুশী হতে আমি পারি না। খুশী হওয়া আমার উচিৎ নয়।

নয়ন। আর চট্ করে খুশী হওয়াটা not a matter of joke—Aunti এখনও খুশী হন্‌নি।

হেম। Thank you.

ব্যাচা। কেন এ'কথা বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না—madam.—আমি যে মুহূর্তে শুনেছি আপনি সুজাগঞ্জের রাজকুমারী Lady হেমাঙ্গিনী, সঙ্গে আপনার বোনঝি—

হেম। সেই মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠেছেন, তাই না?

ব্যাচা। হওয়া কি উচিত নয়? কতবড় বংশ আপনাদের! কত মান—কত সম্মান—কত অর্থ।

নয়ন। এখন আর কিছুই নেই।

ব্যাচা। নাইবা থাকলো madam—সম্মান তো আছে।

হেম। ওঃ—cut and out criminal.

ব্যাচা। বারে বারে আমাকে criminal বলছেন কেন madam বুঝতে পারছি না। সামান্য সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করাকে কি crime বলে ?

হেম। কি সুখ সুবিধে ?

ব্যাচা। এই মনে করুন—দু'রকম মাছের যায়গায় চার রকম মাছের বন্দোবস্ত করা। শেষ পাতে একটু দৈ। দু'টো মিষ্টি। বিকেলে দু চার রকম ফল, একটু ছানা, একটা সন্দেশ।

নয়ন। আহা! Aunti criminal বলেছেন বলে উনি রেগে গেছেন। আপনি criminal নন্‌তো কি ?

হেম। তুমি চুপ করতো নয়ন।

নয়ন। না। তখন থেকে আপনার সঙ্গে তর্ক করছে! আমার মাথা গরম হয়ে গেছে।

হেম। চুপ কর—চুপ কর।

নয়ন। Sorry Aunti.

হেম। এ'সব কথা কে শুনতে চাইছে? ছানা সন্দেশ বলে কথা ঘোড়াবেন না।

ব্যাচা। আচ্ছা মুশকিলে পড়লাম। দেখুন madam—আমি ভদ্র লোকের ছেলে। এই কাজ করছি বলে কি কোন prestige নেই? আপনাদের মত Lord lady অনেক দেখা আছে। শুনে রাখুন আজ থেকে চিকেন্‌ মটন্‌ কোপ্তা কালিয়া বিরিয়ানী ছানা সন্দেশ সব বন্ধ। —নমস্কার। [প্রস্থান]

হেম। এই নয়ন! কি বলে গেল লোকটা?

নয়ন। বলে গেলেন,—উনি যে সব Extra কোপ্তা কালিয়া চিকেন ছানা সন্দেশ দিচ্ছিলেন—আজ থেকে সব বন্ধ।

হেম। প্রেমের সঙ্গে কোপ্তা কালিয়ার কি সম্পর্ক?

নয়ন। না আন্টি আপনি ভুল করছেন। উনি হচ্ছেন এই হোটেলের এ্যাসিট্যাণ্ট ম্যানেজার।

হেম। What এ্যাসিটেণ্ট ম্যানেজার? তা' এতক্ষণ বলনি কেন? না, idiot-এর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে পৃথিবীতে। এরপর এই প্ল্যানেটে বাস করাই যাবে না। (প্রস্থানোদ্যত)

নয়ন। Aunti আপনি কি এক্ষুনি অন্য প্ল্যানেটে চললেন নাকি?

হেম। You just—কচুপোড়া খাও! [প্রস্থান]

[অমি ও নয়ন হেসে ওঠে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দোলগোবিন্দের ঘর]

দোল। কিহে! আমার কথার জবাব দেবে না ঠিক করলে?

চিতু। আপনাকে একটা সত্যি কথা বলব স্যার?

দোল। এতদিন তা'হলে কি সব মিথ্যে কথা বলেছো?

চিতু। না। মানে আজ দুপুর থেকে আমিও ভালবাসায় পড়ে গেছি স্যার!

দোল। যাচ্চলে!

চিতু। আপনি আমার গুরুজন—আপনার কাছে—

দোল। চোপ্।

চিতু। আপনি আমার জ্যাঠামশাই—

দোল। আবার—কে তোর জ্যাঠামশাই?

চিতু। Sir ম্যাডামের ঘরে ফল দিতে গিয়ে—

দোল। এই কুফল হ'ল?

চিতু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দোল। এর ফলাফল ভেবে দেখেছো?

চিতু। আজ্ঞে না স্যার। মেয়েটি আমায় যা নয় তাই বলে—

দোল। তাড়িয়ে দিলে?

চিতু। না স্যার। কিন্তু হল কি জানেন স্যার—দুপুরের আলোতে ঘরের মধ্যে বসেছিলেন। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই বড় বড় চোখ দুটো তুলে একবার শুধু তাকালেন।

দোল। আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি সাফ্ হয়ে গেলে?

চিতু। হ্যাঁ।

দোল। যাক্। এবার জানা দরকার—কোথায় ঘা মেরেছো। মেয়েটির নাম কি অমিতা?

চিতু। (কানে হাত দিয়ে) ছি—ছি—একি বলছেন স্যার! তিনি যে আমার মা হবেন।

দোল। হুঁ। তোমার মাতৃভক্তিতে খুশী হলাম।

চিতু। মেয়েটির নাম নয়ন, উনিও ম্যাডামের বোনঝি।

দোল। বিয়ের প্রস্তাব কি করে এসেছো?

চিতু। হ্যাঁ স্যার।

দোল। কী বললে?

চিতু। বললেন আপনাকে কিছুদিন observation-এ' রাখি—তারপর।

দোল। কি বললে? Obsarvation-এ রাখি—? তা'হলে বিয়ে করলেও করতে পারে। আচ্ছা, তোমার জন্য পরে ভাবা যাবে। আপাততঃ আমার জন্য ভাবো। আমারটা না হলে তো আর তোমারটা হবে না। গ্যাখো তো, অমিতাকে নিয়ে হেমের আসবার কথা ছিল আসছে না কেন? আমিতো সম্পত্তি ফেলে অনন্ত কাল এখানে বসে থাকতে পারি না। এগিয়ে দেখো—হেম আসছে না কেন?

[চৈতন বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে ব্যাচারামের গলা শোনা যায়]

নেঃ ব্যাচা। স্যার, আমি একটু দেখা করবো।

দোল। কে ?

নেঃ ব্যাচা। এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

দোল। আসুন।

[ব্যাচার প্রবেশ]

ব্যাচা। নমস্কার! আপনার ইন্সট্রাক্‌শান মতো সবই ঠিক ঠিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। চার রকম মাছ-কোপ্তা-কালিয়া-মুরগী—মিষ্টি—

দোল। বেশ বেশ। খুব খুশী হলাম। কাকে যেন দিচ্ছিলেন ?

ব্যাচা। ম্যাডাম্ হেমাঙ্গিনী ও তাঁর বোনঝিদের—

দোল। বেশ—বেশ।

ব্যাচা। কিন্তু Sir, ম্যাডামের আর কি কি লাগবে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম। জানি না উনি কী মুডে ছিলেন। আমি যেতেই—যা' ইচ্ছে তাই বলে গালাগালি করলেন। এমন কি criminal পর্যন্ত বললেন আমাকে।

দোল। কেন ?

ব্যাচা। জানি না স্যার—আজ রাত্তির থেকে ওই একস্ট্রা ডিসগুলো বন্ধ করে দিলাম। পাছে আপনি কিছু মনে করেন—তাই খবরটা আপনাকে দিয়ে গেলাম স্যার—নমস্কার।

[প্রস্থানোদ্যত]

দোল। শুনুন—ওই যে সকালে দুধ-সাবুর ব্যাপারটা দিয়েছিলেন—

ব্যাচা। স্যার ওটা পরিজ্।

দোল। পরিজ! তা' ওটা কি গাধার দুধের তৈরি ?

ব্যাচা। না স্যার, ছাগলের দুধ।

দোল। (বিস্মিত হয়ে) ছাগলের দুধ? হুঁ, আমারও তাই মনে হয়েছিল। তা' আমাকে এই বিশেষ সম্মান দেখানোর কারণটা কি জানতে পারি—?

ব্যাচা। শুধু আপনি নয় স্যার। গরুর দুধ সকলের সহ্য হয় না বলে—আমাদের এখানে যে সব বুড়ো মানুষ আসেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমরা ছাগল,—মানে ত্রিশটি ছাগল পুষেছি স্যার।

দোল। বুড়ো মানুষদের জন্য ত্রিশটা ছাগল পোষা হয়েছে?

ব্যাচা। হ্যাঁ স্যার।

দোল। এদিকে এস। (একটু একটু করে ব্যাচা আসে) কতদিন চাকরি করছো?

ব্যাচা। দু' বছর।

দোল। বাঃ! দু' বছরেই তো তোমার বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে! কে বুড়ো—কে বুড়ো না—বেশ বুঝতে শিখেছো। হাতটা দেখি। ভাল হয়ে বস। তোমার একটা ফাঁড়া রয়েছে—কাউকে হাত দেখাও নি?

[কথা বলতে বলতে দোলগোবিন্দ ব্যাচারামের হাত খুব জোরে চেপে ধরে]

ব্যাচা। (চিৎকার করে) স্যার্—আমাকে ছেড়ে দিন স্যার্। উঃ বাবারে—আপনার পায়ে পড়ি স্যার!

দোল। কী রকম?

ব্যাচা। মা রে!

দোল। ছাগলগুলো সকালেই বেচে দেবে বলো!

ব্যাচা। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। শুধু পাঁঠাটা রাখবো।

দোল। না-না তোমাকে আর এক ফোঁটাও বিশ্বাস নেই। আবার দু'দিন পরে তুমি পাঁঠার দুধও চালাতে পারো।

ব্যাচা। তাহ'লে ওটাকে খেয়ে ফেলবো Sir।

দোল। That's alright. যাও।

[ব্যাচা চলে গেল। সেই দিকে চেয়ে বললে—]

বুড়ো মানুষদের ছাগলের দুধ খাওয়াবে—ব্যাটা খাসী কোথাকার।

[এমন সময় নেপথ্যে অনন্তর গলা শোনা গেল]

নেঃ অনন্ত। মিঃ চৌধুরী ঘরে আছেন কি?

দোল। কে?

নেঃ অনন্ত। আমি শ্রীঅনন্তচরণ মাইতি।

দোল। আসা হোক্।

[অনন্ত প্রবেশ করল]

দোল। কে আপনি?

অনন্ত। (বসতে বসতে) আমি শ্রীঅনন্তচরণ মাইতি। আদি নিবাস, বলতে নেই—মেদিনীপুর জেলার আলুকরণ্‌বার—

দোল। সেটা কি বস্তু?

অনন্ত। গ্রাম। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্তমান নিবাস ঘুঘুডাঙ্গা। কর্মস্থল বলতে নেই—কোলকাতা।

দোল। কি কাজ করা হয়?

অনন্ত। সরকারী অফিসে কাজ করতুম। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হবার আগেই—রেজিগ্‌নেশন দিয়েছি।

দোল। এখানে কী মনে করে?

অনন্ত। কোথায়? সুলুকপুরে? না এই ঘরে?

দোল। দু'জায়গাতেই।

অনন্ত। সুলুকপুরে আসা—বলতে নেই—একটু জল হাওয়া বদলের জন্য। অগ্নিমান্দ্যে ভুগছি। কবিরাজমশাই বললেন "সুলুকপুরের জল শিবের জটায় গঙ্গাজলের সমতুল্য। কিছু দিন গিয়ে খেয়ে আসুন।" তা' বলতে নেই। আজ দিন দশেক এসেছি এরমধ্যে বেশ খাই খাই ভাবটা হয়েছে। কিন্তু এমন জায়গা যে একটা আলাপ করবার লোক নেই—ব্যাচাবাবুর মুখে আপনার কথা শুনলাম। শুনে এত আনন্দ হল! হরিবোল—হরিবোল।

[হঠাৎ ছোট একটা বই খুলে সুর ধরে গান ধরল]

(গান)—তখন হরষে অতি বলেন রুক্মিনী-পতি
শুন শুন কুন্তির নন্দন—
দেখিলে যে বিশ্বরূপ অভিনব অপরূপ
নহে তাহা মায়ার সৃজন।
আমি সৃষ্টি আমি লয় আমাতেই বৃদ্ধি ক্ষয়
আমি পার্থ মৃত্যু ও জীবন।
বুড়াকালে যার মতি ধায় যুবতীর প্রতি
তারে ক্ষমা করি না কখন।

দোল। আরে! কি আরম্ভ করেছেন মশাই?

অনন্ত। একটু চিত্ত শুদ্ধি করছি। পুরো শ্রীশ্রীমদ্ভগবত্ গীতাকে গান করে ফেলেছি। অতি উৎকৃষ্ট হয়েছে। নিজেই করেছি।

দোল। কি আপদ? তা' এ'ঘরে কেন?

অনন্ত। ওই যে বললাম সৎসঙ্গ পাচ্ছিলাম না। সৎসঙ্গ না হলে বলতে নেই—এ' জিনিস তো পড়া যায় না। আর একটু শুনুন—

(গান)—আরো বলি রাখো মনে
পঞ্চাশে না গিয়া বনে
যে জন সংসার লয়ে মাতে।
সেই ভণ্ড অপোগণ্ড
আমি তারে দিই দণ্ড।
বজ্রাঘাত করি তার মাথে।

দোল। এটা কি পাগলা গারদ পেয়েছেন মশাই? যান—উঠুন—বাইরে যান।

অনন্ত। সে কি দাদা—গান ভাল লাগে না? উহুঁ, ভাল কথা নয়। বলতে নেই—আপনি জানেন—গীতা কি জিনিস! জানেন? গীতা হচ্ছে খাঁটি গো দুগ্ধ। দুইয়েছেন কে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর খাচ্ছে কে? আপনার মত গোবৎস।

দোল। বেরো বেরো বলছি—Rascal! এখানে ইয়ারকি হচ্ছে?

অনন্ত। গান ভাল লাগছে না? ঠিক আছে। তা'হলে দাবা খেলি। (বার করে)

দোল। এ্যাঁ।

অনন্ত। দাবা। এই যে আমার কাছেই আছে। রিটায়ার করেছি। এখন তো আর কোন কাজ নেই। আর বলতে নেই —আমি তো দীক্ষা নিয়েছি। গুরুদেব কানে ফুঁ দিয়ে বললেন "বাবা অন্ত—উ—উ—"

দোল। অন্ত না জন্ত।

অনন্ত। —"তুমি তো রিটায়ার করেছো। এবার যাও, জনসেবা করগে।" আমি বললাম—"কি দিয়ে জনসেবা করবো— আমার তো কিছু নেই— " গুরুদেব বললেন "এই গীতা আর দাবা দিয়ে জনসেবা করবে।" তাই—করে যাচ্ছি।

দোল। তোমার গুষ্টির পিণ্ডি করছো। বেরো বলছি এখান থেকে।

অনন্ত। দাবাও ভাল লাগছে না—গীতাও ভাল লাগছে না—?

দোল। না।

অনন্ত। তা' হলেতো, বলতে নেই—কোন কথাই নেই। বুঝতে পেরেছি। চিত্তে ব্যাধি হয়েছে। (যেতে যেতে)

দোল। তাতে তোর কিরে ?

অনন্ত। হৃদয়ে কিরমি হয়েছে।

দোল। বেশ হয়েছে।

অনন্ত। (হঠাৎ ফিরে) এই। তুই নাকি কুড়ি বছরের একটি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করবি বলে এখানে এসেছিস ?

দোল। কে বললে ? এ্যাঁ! কে বললে ? যতসব বাজে কথা!

অনন্ত। যেই বলুক, এ'সব সাংঘাতিক কথা চাপা থাকে না। ঐ জন্যই এসেছিলুম, যাতে দাবা খেলে বা গীতা শুনে তোমার ঘাড় থেকে অপদেবতা নেমে যায়; বুঝেছো?

দোল। গেট্ আউট্। আই সে—গেট্ আউট্।

অনন্ত। ইউ সে গেট্ আউট্! আই সে গেট্ ইন্। তুমি করবে অন্যায়, আর আমাকে বলবে গেট্ আউট্? ছিঃ ছিঃ! এখন তোমার চিতেয় চড়বার টাইম—সুর্ সুর্ করে চিতেয় চড়ে বসবে। ছেলে-মেয়েদের ওপর সংসারের ভার দিয়ে কাশী বৃন্দাবন করে বেড়াবে। তা নয় ফুলুকে বাজী মারবে বলে— সুলুকপুরে ঘাঁটি আগলে বসেছো। হে বৃদ্ধ! একি প্রবৃত্তি তব? মাথার উপরে তব উড়িছে শকুন—রঙীন নেশায় তারে ভাব প্রজাপতি? আর একটা কথা শুনে রাখো—পাপ আর পার্গেটিভ কখনো চাপা থাকে না!

[প্রস্থান]

দোল। চিতু! চিতু!

[হেমের প্রবেশ]

হেম। কি হয়েছে মিঃ চৌধুরী?

দোল। কিছু না। বোসো। [হেম বসে]

আচ্ছা এই বিয়ের ব্যাপারটা তুমি সুলুকপুর স্বপনপুর আর সুজাগঞ্জের কত লোককে বলেছো, মনে মনে একটা হিসাব করে আমাকে বলতো।

হেম। সেকি! একজনকেও না। কাউকেও বলিনি।

দোল। না—ওটা কোন যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। বাইরের লোক যখন এ' নিয়ে কানাঘুষো করছে, তখন—যাকগে। কী খবর বল ও'দিককার ?

হেম। খবর সব ঠিক আছে। অমিত আসছে একটু পরে। নিজের মুখেই কন্‌সেন্ট্‌ দিয়ে যাবে।

দোল। আমার মনে হচ্ছে—এটা নিশ্চয়ই চাকর বাকরদের কাজ।

হেম। কোনটা ?

দোল। না বলছিলাম—কী বললে ? অমিতা আসছে ?

হেম। হ্যাঁ। আমাকে বললে—তুমি ওঁর ঘরে গিয়ে বোসো আন্টি—শাড়িটা পাল্টে আমি নিজেই যাচ্ছি।

দোল। ঝি চাকর না হলে—এতটা লিক্‌আউট্‌ হয় না।

হেম। এ্যাঁ!

দোল। না। বলছিলাম চৈতন শাড়ি পাল্টে আসছে ?

হেম। না না চৈতন শাড়ি পাল্টাবে কেন ? অমি—অমিতার কথা বলছি।

দোল। কে অমিতা ?

হেম। আরে! আপনি কোথায় আছেন ? অমিতা, আমার বোনঝি, যার সঙ্গে আপনার বিয়ে।

দোল। সরি—সরি। সে সবতো ঠিকই আছে। কিন্তু আমি তোমাকে যা বলি একটু মন দিয়ে শোন। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, তাতে এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিৎ নয়। বুঝেছো ? এমন কী আমার মনে হয় কাল সকালেই

আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। অর্থাৎ ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে।

হেম। তাই যাব।

দোল। যাব নয়। যেতে হবেই। তুমি এক্ষুনি ঘরে চলে যাও। অমিতাকে এখন আর আসতে হবে না। কাল সকালেই আমরা সতীগড় চলে যাব। লোকটা নার্ভাস করে দিয়ে গেছে আমাকে।

হেম। কোন লোকটা?

দোল। আরে—সে—একটা ইডিয়ট্। দাবা আর গীতা নিয়ে হোটেলের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হেম। সেকি! কেন?

দোল। জনসেবা করছে—গুষ্টির পিণ্ডি করছে। ব্যাটা পাগলের ডিম্। রীতিমত নার্ভাস করে দিয়ে গেছে!

হেম। বলেন কি? ঠিক আছে। আমি রাত্রের মধ্যেই সব গুছিয়ে নিচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

দোল। শোন হেম! ভেবে দেখলাম—অমিতের সঙ্গে মুখোমুখি একবার কথা বলা দরকার। তুমি রাত ১০-৩০টা থেকে ১১টার মধ্যে অমিতাকে দোতালার পূব দিকের বারান্দায় নিয়ে এসো।

হেম। বেশ তাই হবে। [প্রস্থান]

দোল। চিতু—চিতু—চৈতন!

[চিতুর প্রবেশ]

কোথায় ছিলে?

চিতু। আজ্ঞে আমি এইখানেই ছিলুম।

দোল। নিশ্চয় ছিলে না। থাকলে আমার ও'রকম দশা হয়? আর শোন—দরজার বাইরে একটা টুল নিয়ে বসে থাকো। কেউ যদি আসে, বলে দেবে আমি ঘরে নেই। না থাক্। বলে দিও আমি মারা গেছি।

চিতু। কী বললেন স্যার!

দোল। দরকার নেই। যদি ফট্ ক'রে ফলে যায়। যা'হোক একটা কিছু বোলো।

চিতু। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান। Off' voice-এ' অনন্তর গলা—'বুড়োকালে বার মন্তি—']

[দোলগোবিন্দ দৌড়ে বাথরুমে ঢোকে।]

সপ্তম দৃশ্য

[সুমিত্র বসে। একজন বেয়ারা রক্ এন্ রোল নেচে চলেছে। কিছুক্ষণ নাচের পর]

বেয়ারা। এ'বারের মত মাপ করে দিন সাহেব।

সুমিত্র। Not a word. যতক্ষণ থামতে না বলি নেচে যাও।

বেয়ারা। (আরো কিছুক্ষণ নাচের পর) আর পারছি না—মরে যাব। আমার কোমরটা খসে পড়বে সাহেব।

সুমিত্র। ঠিক আছে।—মাপ্ করে দিলাম।

বেয়ারা। আর কখনো হবে না সাহেব! আমাকে কেউ বলে দেয়নি-সে আপনার পোচের রঙ্ বাদামি হবে।

সুমিত্র। জেনে নাওনি কেন? [চড় মারে] Idiot. এ'নিয়ে গত ছ'মাসে আমি দশবার এই হোটেলে এসেছি। সবাই জানে—আমার পোচের রঙ বাদামি, মাংসের রঙ জাফরানি আর চায়ের রঙ সোনালী হয়। ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করনি কেন? [আর একটা মারে]

বেয়ারা। আর মারবেন না হুজুর—তু'বার মেরেছেন, ও'তেই আমার গালের চামড়া ছড়ে গেছে।

সুমিত্র। আমি কাউকে এমনি মারি না। ক্ষতিপূরণ দিই। কালা-কালা—

[কালার প্রবেশ]

কালা। কি ব্যাপার?

সুমিত্র। বেয়ারাটাকে দুটো চড় মেরেছি। ৫৲ টাকা পার্ চড় হিসাবে ১০৲ টাকা দিয়ে দে। আর বলে দে, ভবিষ্যতে যদি ভুল করে, তবে মারটা Hundred percent বেড়ে যাবে, আর ক্ষতিপূরণ Fifty percent কমে যাবে।

[সুমিত্র বেরিয়ে যায়। কালা ৫৲ টাকা বার করে দেয়]

বেয়ারা। সাহেব যে বললেন দশ টাকা।

কালা। সাহেব অমন বলে থাকেন। তুমি নেবে কি না বল? শোন, সাহেব মেরে টাকা দেয় আর আমি টাকা দিয়ে মেরে নিই। কী ঠিক করলে?

বেয়ারা। আজ্ঞে যা দেবেন তাই নিয়ে চলে যাব।

[টাকা নিয়ে চলে যায়। সুমিত্রের প্রবেশ]

সুমিত্র। কালা—

কালা। বল।

সুমিত্র। অমিতকে খবর দিয়েছিস—যে আমি এখানে এসেছি?

কালা। Slip পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুমিত্র। Slip পাঠাতে গেলে কেন—নিজে যেতে পার নি।

কালা। সেই বুড়োর ভয়ে। যদি দেখা হয়ে যায়। বেয়ারাদের মুখে শুনেছি—বুড়োর হাতে সে ছড়িটা থাকে সেটা নাকি গুপ্তি। সড়াক করে যখন তখন চালিয়ে দেয়।

সুমি। যখন তখন চালিয়ে দেয়? ঠিক আছে। আজ রাত্রেই বুড়োর মৃত্যু। তুই রাতারাতি লাসটাকে সরিয়ে ফেলতে পারবি তো?

কালা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইজি।

স্নুমি। Thank you কমরেড্। আজ রাতেই বুড়োটাকে শেষ করব। ও বেঁচে থাকলে—পয়সার জোর আছে বলে শুনেছি—মামলা মোকদ্দমা করে—নানান ঝামেলা বাধিয়ে দেবে। কাজেই শত্রুর নিকেশ করে দেওয়াই ভাল।

কালা। একটা কথা বলবো ?

স্নুমি। এত বিনয়ী কবে হলি ? বলেই ফেল্ না।

কালা। বহুদিন তোর সঙ্গে সঙ্গে আছি। কোনদিনই কোন মেয়ের ব্যাপারে এত সিরিয়াস্ হতে দেখিনি—

স্নুমি। Rascal—বয়স হচ্ছে না— ? এতদিন মেয়েদের শুধু ভাল লাগতো—অমিতাকে যে ভালবেসে ফেলেছি। ভাল লাগা—ভালবাসার ডিফারেন্স নেই ?

কালা। ঠিক বলেছিস্। এতদিন মেয়েদের দেখলে just ভাল লাগতো। কিন্তু লেডী হেমাঙ্গিনীর বোনঝি নয়নকে দেখা-মাত্র আমিও ভালবেসে ফেলেছি। জানি না, নয়ন আমাকে ভালবাসে কিনা ?

স্নুমি। ওরে Rascal, তুমি আমার সঙ্গে competition লাগিয়েছো ?

কালা। তোর সঙ্গে compete করবো—সেই competence কোথায় ?

স্নুমি। সাবাস কালা। কিন্তু রাত বারোটার মধ্যে বুড়োকে খতম করতে না পারলে আমিও অমিতাকে পাব না, তুমিও নয়নকে পাবে না। আজ রাত সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যে

অমিতার সঙ্গে দেখা করা খুবই দরকার। নয়ন না এলে তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ওদিককার খবর না পেলে তো কোন প্ল্যানই করতে পারছি না। নয়নকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আর তাকেই উনি ভালবেসে ফেললেন—ছ'দিন সবুর করতে পারলে না।

কালা। ঘাবড়াচ্ছিস কেন? নয়ন আসবেই।

সুমি। ছ'দিনেই নয়নের মনের খবর জেনে ফেলেছো?

কালা। জানতে জানা চাই।

সুমি। হয়েছে। শোন, আজ রাত ১২টার মধ্যে বুড়োকে খুন করে অমিতার আন্টির সঙ্গে দেখা করবো। অমিতার সঙ্গে বিয়ে দিতে যদি রাজী হয়, well and good—otherwise আন্টিকে ক্লোর্‌ফরম্ করে—

কালা। আন্টিকে শুধু অজ্ঞান করবি? খুন করবি না?

সুমি। আরে দূর! ওঁর একটা ভবিষ্যৎ আছে তো? অজ্ঞান করে ফেলে রেখে অমিকে নিয়ে চলে যাব।

কালা। বাঃ ভাই! তুমিতো অমিকে নিয়ে পালাবে! আমি আর নয়ন কা করবো?

সুমি। কী আর করবে? আমাদের চলে যাবার পর পরিস্থিতি ও পরিণতি কী হয় তাই দেখবে। ভগবান না করুন যদি ধরা পড়ি—

কালা। ভগবান আর 'না' করবেন না। ভগবান করবেন এবং ধরাও পড়বে।

সুমি। তা'হলে বুঝলে? তুমি elopement case-এ পড়ছো না।

free থাকলে—আমার case-এর তদ্বির করতে পারবে। Right ?

কালা। Right. তুই জেলের ভেতরে থাকবি—আমি বাইরে থেকে দেখা শোনা করবো। কিন্তু কী আশ্চর্য! এখনও নয়ন আসছে না কেন ?

[নয়নের প্রবেশ]

এই যে নয়ন, এত দেরি করলে কেন ? সুমিত্র যে ছট্‌ফট্‌ করছিলো।

নয়ন। প্রেমে পড়লে অমন একটু করে। তা' ছট্‌ফট্‌ করার কী আছে! অমিতা, বুড়োর না সুমিত্রবাবুর, তা' চট্‌ করে মীমাংসা করা যাবে না। সময় লাগবে।

সুমি। খুব যে বড় বড় কথা বলছে।

নয়ন। আজ্ঞে হাঁ। আমি এইরকম বলে থাকি।

সুমি। কালা তোর ভালবাসার লোককে তুই ট্যাকল্‌ কর্‌। আমাদের সমস্ত প্ল্যানটা ভাল করে বুঝিয়ে দে। আমি কিছু বলব না। [প্রস্থান]

কালা। শোন নয়ন। আজ রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে দোতালার পূবদিকের বারান্দায় অমিতাকে নিয়ে অপেক্ষা করবে। সুমিত্র থাকবে।

নয়ন। রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা—তারপর ?

কালা। তারপর সুমিত্র অমিতার কথাবার্তা হবে। তারপর আন্টিকে ক্লোরফরম্‌ করে, রাত বারোটার সময় বিয়ে পাগলা বুড়োকে খুন করে—

নয়ন। খুন? ও সব খুনোখুনীর মধ্যে আমি নেই।

কালা। আহা শোনই না। সুমিত্র অমিতাকে নিয়ে চলে যাবে। তারপর তুমি-আমি—

নয়ন। (ভেঙ্গিয়ে) আ-হা-হা তুমি আর আমি—যেমন ওস্তাদ তেমনি তার সাকরেত। বুড়োর প্রোগ্রাম না জেনেই নিজেদের টাইম্-টেবিল ঠিক করে ফেলেছেন।

[সুমিত্রর প্রবেশ]

১১টায় দেখা, ১২টায় খুন, ১টায় পালিয়ে যাওয়া—প্রেমের কথা একবার সুরু হলে কখন শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। আজ রাত ১০৷৷টা থেকে ১১টার মধ্যে বৃদ্ধ যে অমিতার সঙ্গে দেখা করছেন সে খবর রাখেন? বুঝেছেন মিঃ সুমিত্র? এদিকে তো বড় বড় বুলি আওড়ান—অমুক প্রেমের কী বোঝে —তমুক কী বোঝে? কেউ কিচ্ছু বোঝে না, যত বোঝেন আপনি। প্রেমের সিভিল সারজেন!

সুমি। কালা, তোর ভালবাসার লোককে জানিয়ে দে she is going too far.

নয়ন। কালাচাঁদবাবু আপনি আপনার বন্ধুকে জানিয়ে দিন, তিনি তাঁর ভাবী স্ত্রী অমিতার সঙ্গে কথা বলছেন না। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন। আজকে অমিতার সঙ্গে দেখা করাটা তিনি যেন নিজেই ব্যবস্থা করে নেন। আমার দ্বারা হবে না।

সুমি। কালা, তোর ভালবাসার লোককে বল্—যেভাবে হোক অমিতার সঙ্গে আজকে দেখা করিয়ে দিতেই হবে।

নয়ন। কালাচাঁদবাবু! ওকে জানিয়ে দিন হুকুম শোনা আমার অব্যেস্ নেই।

সুমি। কালা, তোর ভালবাসার লোককে বলে দে যে মেজাজের উত্তর কথায় দেই না।

নয়ন। কথায় দেন না? (ঠাস্ ক'রে সুমিত্রর গালে চড় মারে) এইভাবে দেন কি? [প্রস্থান]

কালা। দেখলি তো কি রকম তেজস্বিনী মেয়ে মাইরি, তোকে কী আর বলবো! ওকে দেখা অবধি আমার বুকের মধ্যে—যাকে বলে—

[সুমিত্রর মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে গেল। সুমিত্র নিঃশব্দে নিজের গালে হাত বুলোচ্ছিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হোটেলের বারান্দা]

নয়ন। এই যে চৈতনবাবু, এখন তো সোয়া নটা—রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে দেখা হবে।

চিতু। একটা খবর দিতে এলাম। কর্তা তো ক্ষেপে গেছেন। কাল সকালেই চলে যাবেন। লেডি হেমাঙ্গিনীও রাজী হয়েছেন।

নয়ন। আন্টি রাজী হলেই হল? যার বিয়ে তার বুঝি রাজী হওয়ার দরকার নেই? কেন, এত তাড়া কিসের?

চিতু। না—তেমন তাড়া তো কিছুই ছিল না। কে যেন কর্তাকে তড়্‌পে গেছেন। "আপনি মশাই কুড়ি বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন—লজ্জা করে না আপনার?—এক পা চিতের দিকে এগিয়ে"—এই রকম এল্‌বেল্ সব বলেছেন।

নয়ন। খারাপ কি বলেছেন? তার চেয়ে আপনি যদি বিয়ে করতে চাইতেন, তাহলেওবা একটা কথা ছিল।

চৈতন। ছিঃ! ছিঃ! আমার মনের সব কথা জেনেও একথা বলতে পারলেন? ঠিক আছে।

নয়ন। কি হলো? একটা কথা বলেছি, অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল? আচ্ছা বাবা, আর বলব না।

চৈতন। রাগ করলেন? প্রেমে পড়লে মানুষ যে কি হয়, তা আপনি জানেন না।

নয়ন। আপনার কর্তাবাবু যদি আমাকে বিয়ে করতে চান তাহলে কি করবেন?

চৈতন। ইস্! চাইলেই হলো—; চাক্ না! খুন করে ফেলব—না?

নয়ন। (হেসে) দুজনেই সমান।

চৈতন। কি, আমার কথা বিশ্বাস হলো না? আচ্ছা মিস্, আপনি কি আর কাউকে ভালবাসেন?

নয়ন। দেখুন সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু কানের কাছে যদি দিনরাত ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর করেন, তাহলে এই ভালবাসা কিন্তু বেশী দিন থাকবে না।

চৈতন। বেশ। নো মোর ঘ্যানর ঘ্যানর্—কথা দিচ্ছি।

নয়ন। আর সব সময় এভাবে ঘুর ঘুর করবেন না—কেউ যদি সন্দেহ করে?

চৈতন। খুব ভাল কথা। নো ঘুর ঘুর বিস্‌নেস্।

নয়ন। শুনুন, কাল সকালে যাওয়া হতে পারে না। যেভাবেই হোক ডেট্ চেঞ্জ করাতেই হবে। আমি তো চেষ্টা করবোই—আপনারও সাহায্য চাই।

চিতু। আপনার জন্য আমি মরতেও পারি—এ আর এমন কি শক্ত কাজ।

নয়ন। আগে কাজটা করুন, পরে মরবেন। পাগলামি করবেন

না। কেউ শুনে ফেলতে পারে। এখন আসুন— মনে থাকে যেন।

চিতু। ব্যস্—ব্যস্, আর বলতে হবে না। [চিতুর প্রস্থান]

[কালাচাঁদের প্রবেশ]

নয়ন। এই যে কালাচাঁদবাবু! এসেছেন? ও'দিকে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। আমি একবার এ'দিকটা দেখে আসি। [কালা লুকোয়—নয়ন এদিক ওদিক দেখে] এবার বেরিয়ে আসুন।

কালা। [প্রবেশ করে] সব খবর বলুন।

নয়ন। খবর আর কি? খবর সব ভালো। অমিত খুব অস্থির হয়ে পড়েছে। আমাকে বললে—নয়ন, তুই যা সুমিত্রাকে গিয়ে বলে আয় আজ রাতে না হোক, কাল রাতের মধ্যে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার যেন ব্যবস্থা করে।

কালা। ব্যবস্থা সব ঠিক আছে। আমাদের মোটর সঙ্গে আছে। আজ রাতে হবে না—কাল রাতে বুড়োকে খুন করে—

নয়ন। খুন করবেন! কাকে? বুড়োকে? আছেন কোথায়? কাল ভোরেই বুডোর সঙ্গে আমাদের যেতে হবে।

কালা। না—না—সে কি করে হয়? যেমন করে হোক, এটা ঠেকাতে হবে আপনাকে।

নয়ন। ঠিক আছে, আমার উপর ছেড়ে দিন—আপনাদের ভাবতে হবে না। চুপ। এদিকে কে যেন আসছে! (একটু দেখে নিয়ে) সর্বনাশ! বুড়ো আর আন্টি এদিকে আসছে। চলুন—চলুন—

কালা। দাঁড়ান, বুড়োটাকে চিনে রাখি। নইলে খুন করবো কি করে?

নয়ন। দূর মশাই আপনার ইচ্ছে হয় থাকুন—আমি চললাম।

[প্রস্থান]

কালা। নয়ন—এই নয়ন— [প্রস্থান]

[হেম ও দোলের প্রবেশ]

হেম। খুব ভালো idea.

দোল। You like it ?

হেম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সব ঠিক আছে। আজ রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে অমি তৈরি থাকবে, আপনি খবর দিলেই ওকে নিয়ে আসবো।

দোল। Thank you. Hotelএর এই জায়গাটা বেশ খোলা-মেলা। এইখানেই অমিতকে নিয়ে এসো। একটু বসা যাক। আর আমাদের কিছু আলোচনার বাকী নেই তো হেম ?

হেম। না।

দোল। তা'হলে কাল ভোরেই আমরা রওনা হচ্ছি। দেখ হেম, সতীগড় পৌঁছেই কিন্তু বিয়েটা সম্ভব নয়—পাঁচ ছ'দিন দেরিও হতে পারে। একটা কারণ আছে। তোমায় পরে বলব।

হেম। তা' হোক না দেরি। এই কটা দিন আমরা তো জলে পড়ে থাকবো না।

দোল। No no. Not at all. আচ্ছা হেম, তুমি আর অমি তো আমার Palace-ই থাকবে। What about Nayan ? কিছু ভেবেছো কি ? শুনেছি অমি তো ওকে ছেড়ে থাকতেও পারে না।

হেম। You are swell মিঃ চৌধুরী। আমি কবে বলেছি—এই সামান্য কথাটা আপনি ঠিক মনে করে রেখেছেন?

দোল। শুধু মনে করে রাখিনি। একটা ব্যবস্থাও করে রেখেছি। আমার Private Secretary চৈতনের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবো। শুনেছি নয়নের উপর ওর নাকি একটু weeknessও আছে।

হেম। Wonderful idea. আমি ভাবতেই পারছি না।

দোল। কিন্তু নয়নের মন যদি অন্য কোথাও—

হেম। না-না, নয়ন সে ধরনের মেয়েই নয়। আমার কনসেণ্ট্ ছাড়া ও' কোথাও মন দিতেই পারে না। তবে কথাটা যখন তুললেন—

দোল। হ্যাঁ, ভেবে দেখো। হেম, আমি ঘরেই আছি। [প্রস্থান]

হেম। বেয়ারা, বেয়ারা,—

[বেয়ারার প্রবেশ]

বেয়ারা। মেম সাব্!

হেম। নয়ন মেমসাব্ কো সেলাম দো।

বেয়ারা। বহুত আচ্ছা মেমসাব্!

[প্রস্থান]

হেম। (নিজের মনে) এই নয়নকে নিয়ে আমার খুবই ভাবনা ছিল। যাক্—একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

[নয়নের প্রবেশ]

নয়ন। মাসীমা আমাকে ডেকেছ?

হেম। কত বকেছি—কত তোমার জন্য ভেবেছি! আজ ভগবান যেন নিজে এসে তোমার ভবিষ্যতের ভার নিয়ে নিলেন।

নয়ন। মাসীমা, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না—কি হোল?

হেম। নয়ন, এই দোলগোবিন্দবাবু যে কতটা considerate আজ টের পেলাম। শুধু নিজের সুখের কথাই ভাবছেন না। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভবিষ্যতের—

নয়ন। তাই বুঝি?

হেম। হ্যাঁ। উনি এইমাত্র বললেন আমার চৈতন্যর সঙ্গে নয়নের বিয়ে দেব। (নয়ন চমকায়) ওকি। চমকালে কেন?

নয়ন। না মাসীমা। বলছিলাম কি—আমার বিয়ের কথা এখন থাক না—অমিতের বিয়ে হচ্ছে হোক—আমরা সবাই মিলে আনন্দ টানন্দ করি—

হেম। তার চেয়েও বেশী আনন্দ হবে দুটি বিয়ে হ'লে। দুই ঘরে দুটো ফুলশয্যা। কী আনন্দ! কী রোমাঞ্চ!

নয়ন। না মাসীমা, আপনার পায়ে ধরে বলছি এখন আমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

হেম। হোয়াট নন্‌সেন্স! অনুরোধ কে করল তোমাকে? আমি তোমাকে অর্ডার করছি। আমার মুখের ওপর 'না' বলার সাহস তুমি পেলে কী করে? শুনে রাখ চৈতনকে তোমার বিয়ে করতে হবে। এই আমার অর্ডার। [প্রস্থান]

[নয়ন কাঁদতে লাগলো। অমিতার প্রবেশ]

অমি। কি হয়েছে নয়ন? ও নয়ন—

নয়ন। (কেঁদে) মাসীমা—

অমি। আণ্টি কি হয়েছে ?

নয়ন। মাসীমা বলে গেলেন, ওই বুড়োর Secretary চৈতনবাবুকে আমায় বিয়ে করতে হবে—এই তাঁর অর্ডার।

অমি। সর্বনাশ! সে কী! নয়ন, তাহ'লে উপায় ?

নয়ন। তা জানি না। তবে ঐ চৈতনকে আমি বিয়ে করতে পারবো না। কিছুতেই না।

অমি। আমাদের তুজনেরই ভাগ্য একরকম! দেখি—আণ্টিকে হাতে পায়ে ধরে—

নয়ন। আমার জন্য কিছু করতে হবে না। তুই তোর কথা ভাব্। আমি সুমিত্রবাবুর রুমে গিয়ে নিজে ওর সঙ্গে কথা বলেছি—তুই ঘরে গিয়ে বোস। ও এলেই তোকে খবর দিচ্ছি।

অমি। বেশ, খবর পেলেই আমি আসব। ততক্ষণ আণ্টিকে বোঝাবার চেষ্টা করি গে।

[প্রস্থান]

[কালার প্রবেশ]

কালা। শুনছো ? একটু পরেই সুমিত্র আসছে। কি ব্যাপার বলতো ? গম্ভীর মুখ, থম্‌থমে ভাব, কি হয়েছে বলতো ?

নয়ন। মাসীমা বলে গেলেন ওই বুড়োর Secretary চৈতনবাবুকে নাকি আমার বিয়ে করতে হবে। এই তাঁর order.

কালা। বিয়ে করতে হবে ?

নয়ন। হ্যাঁ।

কালা। ঠিক আছে। আজ রাতে বুড়োর Secretary-কে তিন টুক্‌রো করে ফেলবো।

নয়ন। (হেসে) আপনারা যে রেটে খুন করতে সুরু করেছেন,—শেষ পর্যন্ত হোটেলে একটি লোকও থাকবে না। সব্বাই খুন হ'য়ে যাবে।

কালা। ঠাট্টা করছো। জানো এটা একটা লাইফ্‌ আর ডেথ্‌এর কোশ্চেন।

নয়ন। লাইফ এণ্ড ডেথ্‌ কার?

কালা। আমার।

নয়ন। আপনার? তার মানে?

কালা। যাক্‌ ছেড়ে দাও। পরে সুযোগ পেলে ডিটেল্‌ জানাব। অবশ্য সে সুযোগ পাব কিনা জানি না।

নয়ন। এ'কথা বলছেন কেন?

কালা। কারণ—খুন করে ধরা পড়ার ছেলে আমি নই। যত ঝামেলা ঐ লাকি মিত্তা কুকুর দুটোকে নিয়ে—শুঁকে শুঁকে ধরে ফেলে।

সুমি। (নেপথ্যে) কইরে কালা?

[সুমিত্রর প্রবেশ]

নয়ন। সুমিত্রবাবুকে এখানে অপেক্ষা করতে বলুন। আমি অমিতাকে নিয়ে আসছি। [প্রস্থান]

সুমি। কি রে rascal! নয়নের সঙ্গে ফিউচার সেটেল্‌মেণ্ট হচ্ছিল?

কালা। তাহলে তো কথাই ছিল না। Lady হেম বলছেন বুড়োর Secretary-কে নয়নের বিয়ে করতে হবে। তাই শুনে কাঁদছিল। বুঝলাম, নয়ন ওকে বিয়ে করতে চায় না, অন্য কাউকে—

সুমি। অন্য কাউকেটা কে? তুমি নাকি?

কালা। হ্যাঁ। তাইতো মনে হয়।

সুমি। ওটা আর মনে হইয়ো না কালাচাঁদবাবু। কারণ যদি অমিতাকে নিয়ে কোন গোলমাল হয়—তবে আমিই নয়নকে বিয়ে করব।

কালা। সে কিরে? Same-side করবি?

সুমি। Can't help কালা। There is nothing unfair in love and war. নয়নকে আগেওতো দেখেছি। ওকে এত সুন্দরী তো মনে হয়নি। ভারী সুন্দর চোখ দু'টি। না?

[কালা চলে যাচ্ছিল]

কোথায় যাচ্ছিস? আমি ঠাট্টা করে বললাম, আর তুই সিরিয়াসলি নিলি?

কালা। না ভাই, মেয়েদের ব্যাপারে তুমি মোটেই ঠাট্টা কর না যা বলো সিরিয়াস্‌লিই বলো।

সুমি। হাঃ হাঃ হাঃ, আচ্ছা আচ্ছা তোর ব্যাপারে consid r করবো।

কালা। As you please.

[নয়ন ও অমিতের প্রবেশ]

সুমি। [অমিকে কাছে টেনে] অমি—আমার অমি—কী? কথা

বলবে না? বেশ বোলো না। কিন্তু আমার অপরাধটা কি বলবে তো? সেই যে বোর্ডিং থেকে—

অমি। সোজা এই হোটেলে এনে হাজির করল। একটু বুঝতেও দেয়নি যে গাড়িটা বুড়োর। তখন যে কী রাগ হচ্ছিল তোমার ওপর। [নয়ন বাইরে যায়]

সুমি। তারপর আন্টি কি বললেন?

অমি। আন্টি হুকুম করলেন—ঐ বুড়োকেই বিয়ে করতে হবে।

সুমি। তুমি কি বল্লে?

অমি। আমি বললাম—ভালবাসা তো ফিরি করে বেড়াবার জিনিস নয় আন্টি,—যে একজন না কিনলে আর একজন কিনবে। আমিতো ভালবাসার ফিরিউলি নই যে, মন ফিরি করে বেড়াব?

সুমি। মন নেবে গো, মন নেবে গো বলে। না?

[জড়িয়ে ধরে অমিতাকে]

নয়ন। [প্রবেশ] হ্যারি আপ্। হ্যারি আপ্!

[আবার চলে যায়]

সুমি। কেঁদনা আমি, কালকের মধ্যেই সব মিটিয়ে ফেলবো।

অমি। কি করে মেটাবে?

সুমি। কেন? নয়ন তোমাকে বলেনি?

অমি। হ্যাঁ হ্যাঁ। বলেছে ওই বুড়োকে খুন করে।

সুমি। Exactly.

অমি। না—না—

স্নমি। না—না বল্লেই তো আর ওই আপদকে বিদেয় করা যাবে না।

[ঝড়ের বেগে নয়নের প্রবেশ]

নয়ন। আসছে—আসছে—বুড়ো আর আন্টি।

স্নমি। What, do I care? দেখতে চাই ও' কত বড়লোক।

[পকেট থেকে পিস্তল বার করে]

অমি। না না, তা' হয় না স্নমিত্র।

নয়ন। আরে মশাই যান না! কী দেখছেন?

স্নমি। ঠিক আছে—যাচ্ছি। কিন্তু ultimately লোকটা আমার হাতেই মরবে।

[স্নমি ও কালার প্রস্থান। নয়ন ও অমিতা একটা বেঞ্চে বসে। দোল ও হেমের প্রবেশ]

দোল। না না হেম, আমার ভাল লাগছে না। Agreement মত কাজ হোক, আমি এইটেই চাই—এটাই আমার জীবনের মটো। এখন যদি বল অমিতার—

হেম। ওই তো অমিতা।

দোল। কৈ? হ্যাঁ অমিতাই বটে। [ওদের কাছে গিয়ে] কি হয়েছে তোমার?

নয়ন। চার পাঁচ বার বমি হয়েছে। এখনও হব—হব—করছে। কেন আন্টি কিছু বলেনি আপনাকে?

দোল। হ্যাঁ বলেছে। কিন্তু হব—হব করছে কেন? [অমির কাছে গিয়ে] শরীর খুব খারাপ লাগছে?

অমি। [বিকৃত কণ্ঠে] হ্যাঁ।

দোল। হুঁ! এতো দেখছি গলাও affect করেছে। কেন এ'রকম হল? খাওয়া দাওয়ার কোন রকম গোলমাল হয় নি তো?

অমি। না তো।

দোল। তা' হলে অসুস্থ শরীর নিয়ে এতটা পথ মোটরে—

নয়ন। আমিও তাই বলছিলাম—আন্টি! কালকের দিনটা রেস্ট নিয়ে পরশু ভোরে বেরিয়ে পড়লেই হল। তুমি কি বল?

দোল। এ' মেয়েটি কে হেম?

হেম। ওই তো নয়ন—যার সঙ্গে আপনার চৈতনের বিয়ের কথা বলেছিলেন।

দোল। আচ্ছা। এওতো ভারী সুন্দর দেখতে!

হেম। নয়ন, তুমি এখন ভেতরে যাও।

নয়ন। কিন্তু আণ্টি একটা কথা বলছিলাম, অমির শরীরটা খুব খারাপ তো? তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া দরকার।

হেম। কোনটা দরকার কোনটা দরকার নয়, সেটা তোমার চেয়ে আমি বেশী বুঝি। যা বলছি শোন। যাও এখান থেকে।

নয়ন। যাচ্ছি আণ্টি। [প্রস্থান]

দোল। হেম এইবার আমার সামনে অমিতাকে জিজ্ঞাসা কর।

হেম। কী আশ্চর্য! আমি তো আপনাকে বলেছি যে, এই বিয়েতে অমিতার মত আছে।

দোল। তা হলেও তুমি আমার সামনে আর একবার জিজ্ঞাসা কর। এ বিয়েতে ওর মত আছে কি না।

অমি। না—

দোল। কী বললে—না?

অমি। না—

হেম। কী? অমত নেই?

অমি। না।

দোল। হেম, আমার মনে হচ্ছে মেয়েটি নার্ভাস হয়ে ভুল বকছে। আমি একটু ওদিকে যাচ্ছি—তুমি ভাল করে ওকে জিজ্ঞেস করে নাও। [বাইরে যায়]

হেম। অমিতা! অমি তোমাকে আবার বারণ করে দিচ্ছি—এভাবে তুমি আগুন নিয়ে খেলা কোর না।

অমি। আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না আণ্টি।

হেম। ভাবনাটা নাই বা ভাবলে। তোমার মঙ্গলের ভাবনা আমাদের উপর ছেড়ে দাও। দয়া করে ওঁর কথার ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে আমার মানটা বাঁচাবে কী!

অমি। আচ্ছা আণ্টি, আর ভুল হবে না!

হেম। Thank you, আসুন মিঃ চৌধুরী।

[দোলের প্রবেশ]

অমি এবার স্পষ্ট করে বল এ বিয়েতে সুখী হবে কি না।

অমি। হ্যাঁ আণ্টি, আমি খুব সুখী হবো।

দোল। That's enough, তুমি এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো—এখন বিশ্রাম দরকার। হেম, কাল তুমি ওকে শপিংএ নিয়ে যেও—যা ওর পছন্দ হয় কিনে দেবে। of course যদি শরীরটা ওর ভাল থাকে। যাবার আগে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেও। অমিত তুমি যাও। বিশ্রাম করোগে!

[অমিতের প্রস্থান]

—ওখানে কে ?—কে ?

নেঃ চিতু। আমি চৈতন।

দোল। এ'দিকে এসো।

[চিতুর প্রবেশ]

শোন, তোমার সম্বন্ধে সমস্ত কথাবার্তা এক রকম ঠিক হয়ে গেছে। কী বল হেম ?

হেম। হ্যাঁ-হ্যাঁ। চৈতন! তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার বাবা—নয়নের সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি দেবো।

চিতু। Thank you. জানেন ম্যাডাম, ওকে আমার খুব পছন্দ—

দোল। খুব হয়েছে—এখন যাও দেখি। হেমকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এস।

চিতু। যে আজ্ঞে। আসুন ম্যাডাম্— [উভয়ে যাচ্ছে]

দোল। হেম. এক মিনিট। কালকের দিনটা তা' হলে আমরা থেকেই যাচ্ছি ? অসুস্থ শরীর নিয়ে যাওয়া উচিৎ হবে না। কী বল ?

হেম। হ্যাঁ মিঃ চৌধুরী।

দোল। আচ্ছা এস। [হেম যাচ্ছেন, দোল ডাকলেন] হেম, শোন! ওতো 'হ্যাঁ' বলল—!

হেম। হ্যাঁ।

দোল। হ্যাঁ মিন্স—অলওয়েজ হ্যাঁ!

হেম। হ্যাঁ।

দোল। আচ্ছা তুমি এস।

[হেমের প্রস্থান। দোল এদিক ও'দিকে চাইছে—পায়ের শব্দ শুনে আড়ালে লুকোলেন। আস্তে আস্তে নয়ন ও অমিতার প্রবেশ। অমিতাকে রেখে নয়নের প্রস্থান। আড়াল থেকে দোল বেড়িয়ে আসে]

অমি। [ওকে দেখে চম্‌কে] কে এ-এ ?

দোল। আমি আশা করছি তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছো না।

অমি। না, আমার এক বন্ধুর আসার কথা আছে।

দোল। বন্ধু না বান্ধবী ?

অমি। না, বন্ধুবী।

দোল। বন্ধুবী বলে কোন কথা নেই। ওঠ।

অমি। এ্যাঁ—

দোল। এ্যাঁ নয় ওঠো। তুমি অসুস্থ, তোমার ঘন ঘন বমি হচ্ছে। এভাবে বসে থাকা আমি allow করবো না। তোমার জন্য কাল ভোরে যাওয়ার প্রোগ্রামটা আমি postponed করেছি। Get up—চলো—তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অমি। কী আশ্চর্য! আমি তো এখানে—গরম—মাথাটা ধরা বলে—

দোল। মাথা তো ধরবেই। তোমার শরীর খারাপ—মাথা ধরবে না ? চল হাঁটো—বলতে বলতে হাঁটো—

[উভয়ের প্রস্থান]

[সুমিত্র, নয়ন ও কালার প্রবেশ]

সুমি। কই ! কোথায় অমিত ?

নয়ন। এখানেই তো ছিল।

সুমি। তা' হলে গেল কোথায় ?

নয়ন। আশ্চর্য! বললাম এখানে বস, আমি আসছি।

সুমি। তা' হলে বোধহয় দেরি দেখে চলে গেছে।

নয়ন। দাঁড়ান, দেখে আসি।

সুমি। খুব তাড়াতাড়ি।

নয়ন। (থমকে দাঁড়িয়ে) অর্ডার করবেন না। তাহ'লে যাবো না।

[প্রস্থান]

সুমি। কালা—

কালা। বল।

সুমি। আর অপেক্ষা করা চলবে না। কেস্‌টা খুব complicated মনে হচ্ছে। যে কাজটা কাল রাতে করবো ভেবেছিলাম সেটা আজ রাতেই শেষ করতে হবে। পঞ্চাশ বছরের বুড়োর, কুড়ি বছরের মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছে জন্মের মত ঘুচিয়ে দিতে হবে। বুড়োটাকে দেখে রেখেছিস তো?

কালা। না—তো!

সুমি। আমিও না। ঠিক আছে। খবর নিয়েছি রুম নং ফোরে থাকে।

কালা। কিন্তু আমি বলছিলাম—

সুমি। কী বলছিলে ?

কালা। আর একটু ভেবে চিন্তে—

সুমি। না। নো ভাবনা চিন্তা—

৬

কালা। কিন্তু একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করে তার লাশ পাচার করা—সে তো মহা ঝামেলার ব্যাপার।

সুমি। সেই পরামর্শ করতেই তোমাকে ডাকা হয়েছে stupid. প্রেমের রাস্তা খুব খারাপ রাস্তা। আর মেয়েছেলের সঙ্গে প্রেম হওয়া মানেই ঝামেলা start এসে গেল। এর জন্য বিদ্যা-সুন্দরকে মাটির তলা দিয়ে ইঁদুরের মত যেতে হয়েছিল। আর বিল্বমঙ্গলকে মড়া ধরে বুদ্ধুর মত ভাসতে হয়েছিল। চুপ করে থাক। যা' বলছি শোন—every thing will be clear.

কালা। ঠিক আছে।

[নয়নের প্রবেশ]

নয়ন। হবে না।

সুমি। কী?—কী হবে না?

নয়ন। অমিতের আসা।

কালা। কেন—কেন?

নয়ন। এখানে এসে তো বসেছিল। বুড়ো দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে—ঘরে পৌঁছে দিয়ে—আণ্টির হাতে জমা দিয়ে এসেছে।

সুমি। কিন্তু একটিবারের জন্য—

নয়ন। আর পারবো না মশাই! সকাল থেকে এই করছি—

[প্রস্থান]

সুমি। বুঝেছিস কালা—এই dangerous মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা, Society-র পক্ষে কত harmful.

কালা। হুঁ—

সুমি। বড় দেখে একটা চটের থলে যোগাড় কর। আর একটা দিনও নষ্ট করা ঠিক নয়। রাত ঠিক দুটোর সময়, যখন ঢং ঢং করে দুটো বাজবে—সেই সময় তুই আর আমি পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে ওর ঘরে লাফিয়ে পড়বো। তারপর তুই ওর মুখটা বেঁধে ফেলবি—আর আমি—এমনি করে (দেখিয়ে) স্ট্যাব করবো। [কালাকে চেপে ধরে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সুমিত্রর ঘরে একটি বেয়ারা কাপ ডিসগুলো নিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় সুমিত্রর প্রবেশ]

সুমি। কে?

বেয়ারা। আজ্ঞে—আমি বেয়ারা। ডিসটিসগুলো নিয়ে যাচ্ছিলুম।

সুমি। শোন্—কালাচাঁদবাবুকে দেখেছিস?

বেয়ারা। আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু আগে ফিরেছেন একটা বড় বস্তা আর দড়ি নিয়ে। বললেন, মাল পাচার করতে হবে।

সুমি। ওঃ। হেল্।

[বেয়ারার প্রস্থান]

আজ দুটো মার্ডার হয়ে যাবে। রাসকেল—পাজী—ইডিয়ট—হারামজাদা—

[পঞ্চার প্রবেশ]

পঞ্চা। না—দাদা—এত গালাগালি খাবার মত কোন কাজ করিনি।

সুমি। কে মশাই আপনি? কি চাই?

পঞ্চা। মাইরি বলছি—টোটাল নাথিং। পেনার্ ল্ট—মানে মুশকিল কি হয়েছে জানেন? রাত্রে আমার কম্প্লিট ইন্সল্ভেন্সি মানে একদম ঘুম নেই—কেয়ারলেস মানে অসহায় অবস্থায় আই ওপ্নার হয়ে—মানে চোখ খুলে পড়ে থাকি—মাইরি বলছি।

সুমি। এত রাত্রে আমার ঘরে কি মনে করে?

পঞ্চা। না, কিছু মাইণ্ড করে নয়। এমনি। শুনলাম এখানে ফুট্ হোল্ড করছেন, আজ ফ্রাইডে—সেইজন্য মিডো মানে ময়দানের কোন খবর যদি জানতে পারি।

সুমি। ময়দানের খবর মানে?

পঞ্চা। মানে হর্স নিউজ। যদি সিওর টিপস্ দিতে পারেন তবে গেনিং—মানে লাভ—পঞ্চাশ পঞ্চাশ—

সুমি। আমি হর্স রেসের A. B C. D-ও জানি না মশাই।

পঞ্চা। ব্যাক্ও করেন না?

সুমি। না। ভার চাইতে আমি মেয়েদের ব্যাক্ করি!

পঞ্চা। ব্যাকিং দি গার্লস্! কোথায় খেলা হয় জানেন?

সুমি। খেলতে জানলে এখানেও হয়!

পঞ্চা। আপনি খেলেন?

সুমি। হ্যাঁ।

পঞ্চা। কি রকম মানি দেয় ডবলটোড্ আর ট্রিবলে?

সুমি। তার কিছু ঠিক নেই—যে যেরকম আদায় করে নিতে পারে।

পঞ্চা। বেশ খেলাতো। আচ্ছা, আপনি তো তবে দেখছি অল নোয়ার—মানে সবজান্তা। [রেসের বই বার করে] দয়া করে যদি কালকের ট্রিবলটা বাতলে দেন—মাইরি বলছি আপনি আমার গুরুজন। আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না। এই হর্সরেসে আমার যা কিছু বাড়ীঘর-দোরস্, গয়না-গাটিজ্, ঘটিজ্-বাটিজ্ পর্যন্ত গন ফট্।

সুমি। ইস্!

পঞ্চা। ইস্ নয় বলুন এ্যালাস্। এই দেখুন না, কালকের খেলার জন্য অনন্ত মাইতির কাছে তার গীতা পড়া হিয়ার করবো বলে—দশটা, আর দাবা খেলবো বলে পাঁচটা, মোট পনেরো টাকা নিয়েছি। কাঁহাতক্ বসে বসে ওই সব রিলিজিয়ান কালচার মানে ধর্মকথা শোনা যায়? মন দৌড়চ্ছে ঘোড়ার পিছনে, আর অনন্ত মাইতি টানছে তার গীতার পিছনে—এ'কি কখনও হয়? আচ্ছা দাদা, বাই দি বাই—আপনার কি করা হয়?

সুমি। ওই যে বললাম্ কিছুই না। শুধু সুন্দরী মেয়েদের পেছনে ছোটা ছাড়া।

পঞ্চা। ওঃ মাইরি কি ফোরহেড্ মানে ভাগ্য আপনার। কাইগুলি যদি—

সুমি। আপনি যান—বেরোন তো আমার ঘর থেকে—

পঞ্চা। আপনি ওরকম করবেন না। আমি একজন ভদ্রলোকের—

সুমি। দূর মশাই।— (রেগে চড় মারে)

পঞ্চা। আপনি আমায় মারলেন?—আচ্ছা—

[সুমিত্র দশটা টাকা ওর হাতে দেয়]

সুমি। নিন্। খুব হয়েছে! এবার কাটুন তো।—

[পঞ্চার প্রস্থান]

সুমি। কালা!

কালা। [বাইরে থেকে] আছি রে।

সুমি। আছি কিরে? ভেতরে আয়!

[প্রবেশ। কালার হাতে বস্তা ও দড়ি]

সব জোগাড় হয়েছে?

কালা। হ্যাঁ।

সুমি। কটা বাজল?

কালা। দুটো বাজতে দশ।

সুমি। হোটেলে কেউ জেগে নেই তো?

কালা। একজন আছে।

সুমি। ওরে ওটা একটা বোগাস্। ওর কথা বাদ দে। আচ্ছা তুই বেয়ারাটাকে সব বলতে গেলি কেন?

কালা। মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল।

সুমি। আর তাহলে দেরি করা উচিৎ নয়। কী বলিস? এ কিরে! তোর হাত কাঁপছে কেন?

কালা। দেখ্ এতো আর থিয়েটার যাত্রার খুন নয় যে হাজারবার মারলেও লোকটা বেঁচে উঠবে। এ হল সত্যিকারের খুন। আবার লাশ পাচার করতে হবে। তাই হাতটা বিট্রে করছে।

সুমি। আমি অমিকে ভালবাসি আর কোথাকার কে এক বুড়ো এসে দাবি করে বসল ওকে বিয়ে করবে। এ' অবস্থায় খুন করা ছাড়া উপায় কী ?

কালা। না—না চল্, আবার প্রাইভেট্ সেক্রেটারিটাও এসে পড়তে পারে। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা—

সুমি। চুপ। চেঁচাবি না। আর ফিস্ ফিস্ করে কথা বলবি।

কালা। আচ্ছা।

সুমি। আয়। [হাতে ছোরা]

কালা। চল্ !

[দু'জনে যেতে থাকে। হঠাৎ পায়ে দড়ি জড়িয়ে কালা পড়ে যাবে]

তৃতীয় দৃশ্য

[দোলগোবিন্দের ঘর। দোলগোবিন্দ ঘুমোচ্ছিলেন। জানালা দিয়ে নেমে এল কালাচাঁদ। তার পা কাঁপছিল। সে পা চেপে ধরল এবং তারপর দড়ি দিয়ে নিজের পা-ই বাঁধল। আস্তে আস্তে সুমিত্রর প্রবেশ। দু'জনে এগিয়ে এল। ওদের আগমনে দোলগোবিন্দর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চাদরের ফাঁক দিয়ে দেখেন। কিন্তু কিছু বলেন না। ঘরে ডিমলাইট্। ওরা দোলগোবিন্দ ঘুমিয়ে আছে মনে করে কথাবার্তা শুরু করে—]

সুমি। ছোরাটা কোথায় ফেললাম ?

কালা। হাতেই আছে।

[এমন সময়ে দোলগোবিন্দ উঠে বিছানায় বসে ওদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। ওরা কিন্তু বুঝতে পারেনি]

সুমি। কালা—একগেলাস জল খাওয়াবি ?

কালা। আমি খাবি খাচ্ছি, আর—

দোল। সুমিত্র এদিকে এস—জল খেয়ে যাও। টেবিলের উপর আছে।

[ওদের মুখে টর্চ মারেন]

কালা। কে ?

সুমি। জেঠু—

[দু'জনে দু'দিকে ছিটকে যায়]

দোল। কালাচাঁদ—তোমার পাশে সুইচ্ আছে—আলো জ্বালো। [আলো জ্বলে] এবার বাংলা করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতো। তোমরা হঠাৎ কোত্থেকে এলে ? ছিলে কানপুরে এলে সুলুকপুরে। সুলুকপুর কি যাওয়া আসার পথে পড়ছে ?—চুপ করে থেকো না—জবাব তো দিতেই হবে। বল অর্থাৎ সুলুকপুর কী মনে করে ?

সুমি। হ্যাঁ—না—মানে বাড়ি যাব ভাবছিলাম।

দোল। তোমার বাড়ীর পথে কি আজকাল সুলুকপুর পড়ে ?

সুমি। আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি যে তুমি এখানে শুয়ে আছো।

দোল। বুঝতে না পারলে তো আমাকে মেরেই ফেলতে—কেমন ?

কালা। হ্যাঁ।

সুমি। না—না—জেঠু—না।

দোল। তা' কতদিন ধরে দু' বন্ধুতে মিলে মানুষ খুন করবার বিজিনেস্ করছো? হাতে যে হাজার হাজার টাকা দিই, তাতে কুলোচ্ছে না? প্রেমিকার সংখ্যা কি হাজার ছাড়িয়ে গেছে? তা এই হোটেলে কোন্ মেয়েটিকে লক্ষ্য করে আসা হয়েছে?

সুমি। কেউ না—কেউ না জেঠু।

দোল। Shut up Rascal. বিনা মৎলবে তুমি এখানে এসেছো—এই কথা আমি বিশ্বাস করবো? যেমন কালা—তেমনি ধলা। দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।—চিতু—চিতু—

[দৌড়ে চিতুর প্রবেশ]

চিতু। কি হয়েছে স্যার—এত রাতে কেন ডাকছেন?

দোল। এত রাতে তুমিই বা ধুতি পাঞ্জাবী পরে কি করছিলে? [চিতু লজ্জা পায়] দেখোতো—এ' দু'জনকে চেন কিনা?

চিতু। এযে ছোটবাবু আর কালাচাঁদ।

দোল। হ্যাঁ—এরা আমাকে খুন করতে এসেছিল।

চিতু। কী বলছেন স্যার?

দোল। হ্যাঁ। তুমি দৌড়ে হেমকে খবর দাও। সঙ্গে নয়ন ও অমিতাকে যেন নিয়ে আসে।—ব্যাপারটা বুঝে নিই।

[চিতুর প্রস্থান]

সুমি। জেঠু আর কখনও এরকম ভুল হবে না। তুমি আমাদের ছেড়ে দাও—আমরা এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

দোল। অত সহজ ভেবেছো? দাঁড়াও, সবাই আসুক। দেখুক

তোমাদের। তারপর তোমাদের থাকার যোগ্য যায়গায় পাঠিয়ে দেবো।

[চিতুর সঙ্গে হেম, অমিতা ও নয়নের প্রবেশ]

হেম। কী ব্যাপার মিঃ চৌধুরী! হঠাৎ এত রাত্তিরে ডেকে পাঠালেন? শরীর খারাপ নয়তো? [কালা ও সুমিকে দেখে] এরা কারা?

দোল। বলছি। তোমরা বস। এবার হেম ভালো করে এদের দিকে চেয়ে দেখোতো! এদেরকে চেন কি? কখনও চেন কি না?

হেম। [দেখে] না।

দোল। [অমিকে দেখিয়ে] সুমিত্র, তুমি কি একে চেন?

সুমি। না। আমিতো এই প্রথম দেখছি।

দোল। অমিতা—তুমি চেন?

অমি। না।

দোল। নয়ন তুমি চেন?

নয়ন। ও চেনে না—-আমিও চিনি না।

দোল। এই দু'জন আজ রাতে আমার ঘরে ঢুকেছিলো আমায় খুন করবে বলে।

[এমন সময় নয়ন ও অমিতা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে]

এ'কি! এরা হঠাৎ তার-স্বরে কেঁদে উঠল কেন? আমি খুন হইনি বলে?

হেম। শকে মিঃ চৌধুরী —বালিকা এরা।

দোল। এরা বালিকা? তোমার বালিকাদের থামতে বলো। এই বালক [নিজেকে দেখিয়ে] কিছু বলবে। [ওদের কান্না থামে] শোন—এদের মতলব ছিলো আমাকে খুন করে বস্তার মধ্যে ভরে দূরে এক জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসবে—এই দায়িত্ব ছিল ঐ কালাচাঁদের ওপর। আর আমাকে খুন করবার মহান দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীমান সুমিত্র।

হম। স্কাউণ্ড্রেল! এ কে মিঃ চৌধুরী?

দোল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সঙ্গে কিছু রক্তের যোগ আছে! একেই মানুষ করতে গিয়ে—বড় করতে গিয়ে—আমি বিয়ে করবার সময় পাইনি। আর Rascal আজ এসেছে আমাকে খুন করতে।—চিতু, তুমি এখুনি থানায় খবর দাও। বলবে হাতকড়ি নিয়ে আসতে। মার্ডার আর এ্যাটেম্প্‌ট্‌ টু মার্ডার দুটোই সমান।

চিতু। যে আজ্ঞে।

সুমি। চৈতনদা! একটু দাঁড়াও! জেঠু, আমি কথা দিচ্ছি আর কখনও এমন হবে না! [সুমি ও কালা কেঁদে ফেলে] পুলিশে খবর দিও না। আমাদের ফ্যামিলির সম্মান নষ্ট হবে।

[কাঁদতে কাঁদতে দোলের পায়ের কাছে পড়ে যায়]

দোল। ফ্যামিলির সম্মান? ফ্যামিলির সম্মান কখনও ভেবে দেখেছো? চিতু—দেখতো ড্রাইভার রামকিষন আছে কি না। নিশ্চয়ই আছে। যখন লাশ পাচারের বন্দোবস্ত হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই গাড়ি আর ড্রাইভার আছে।

[চিতুর প্রস্থান]

হেম। ছিঃ ছিঃ কত বড়ঘরের ছেলে তুমি। এই তোমার প্রবৃত্তি? এই তোমার কালচার? কিসের অভাব?

দোল। অভাব—অভাব। আমি শুনেছি বাইরে নাকি ওর নাম প্রিন্স। উনি একে চড় মারছেন—ওকে চর মারছেন, আর দশটাকা বিশটাকা করে দিচ্ছেন।

[রামকিষনের প্রবেশ]

রাম। নমস্কার সাব।—

দোল। শোন রামকিষন, দাদাবাবু আর কালাচাঁদবাবু এসেছিল আমাকে খুন করতে। তুমি এদের নিয়ে সোজা বাড়ী চলে যাবে। পথে যদি হাজার টাকাও দেয় গাড়ি থামাবে না। যদি থামাও, জুতিয়ে ছাল চামড়া আলাদা করে নেবো।

রাম। আইয়ে কালাচাঁদবাবু—আইয়ে দাদাবাবু—

[কালা, সুমি ও রামকিষনের প্রস্থান]

হেম। আচ্ছা—মিঃ চৌধুরী! আপনি কি বলতে পারেন—সুমিত্র কি বুনো শুয়োর ভাল মারতে পারে?

[নয়ন ও অমিতা আবার কাঁদতে শুরু করে]

চতুর্থ দৃশ্য

[দোতলার বারান্দা]

অমিতা। আমি সারাদিন ভেবে ভেবে দেখলাম তোর কথাই ঠিক —আত্মহত্যাই করব।

নয়ন। হ্যাঁ, তাই করতে হবে।

অমিতা। এই আমার ভালবাসার লোক! একেই আমি মন দিয়েছিলাম।

নয়ন। শুধু কি তাই? এর জন্য আণ্টির সঙ্গে কম ঝগড়া করেছি? মুরোদ নেই এক কড়ার। একটা বুড়ো মানুষকে খুন করতে গিয়ে ধরা পড়ে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে রইল!

অমিতা। একেবারে ওয়ার্থলেস্। হাতে পায়ে ধরে কেঁদেকেটে কোনরকমে বেঁচেছে। সে হিসেবে বলব বুড়ো খুব নোব্‌ল্ ম্যান। অন্যলোক হলে কিছুতেই ক্ষমা করতো না। আশ্চর্য! আমার দিকে একবার চাইল না পর্যন্ত! অত যে জোরে জোরে কাঁদলাম—তবুও না!

নয়ন। আমিও খুব জোরে জোরে কেঁদেছি।

অমিতা। তোর কালাচাঁদের কথা আর বলিস না। ওটা আরো ওয়ার্থলেস্।

নয়ন। (এদিক ওদিক দেখে) এই—আমার মনে হচ্ছে এখুনি কেউ এসে পড়বে। এখানে এইভাবে থাকাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।

অমিতা। আসুক না—আর ভয় কি আমাদের ?

নয়ন। না, ভয় কিছু নয়। কিন্তু যদি আবার কোন গণ্ডগোল হয় ?

অমিতা। আবার কী গণ্ডগোল হবে ? এতবড় বীরপুরুষ আমার প্রেমিক—যে বুড়ো যখন জিজ্ঞেস করল চেন ওদের ? অনায়াসে মুখের ওপর বলল—দেখিইনি কখনো।

নয়ন। সেতো আমরাও বলেছি।

অমিতা। সেটা বলেছি আমরা মেয়েছেলে বলে ! কিন্তু ওরা কোন্ আক্কেলে বললো ?

নয়ন। আরে দূর দূর—বুঝতাম যদি বলত "হ্যাঁ—আমি একে চিনি —একে বিয়ে করব"—তা'হলে বুঝতাম পুরুষ মানুষ। তা' নয় জ্যাঠামশায়ের পায়ে ধরে কেঁদে-কেটে মুখ লুকিয়ে পালাল।

অমি। ছিঃ ছিঃ, ওর নাম মুখে আনতেই ঘেন্না করছে। আমি ওই বুড়োকেই বিয়ে করবো। অনেক ভাল—অনেক সাহসের পরিচয় দিয়েছে।

(হঠাৎ একটা ভিখারীর গান শোনা যায়)

গান :—

আমি যাইনি যাইনি গো—
যেতে সে পারিনি প্রিয়া—
কুমীরের মুখে কেমনে রাখিয়া যাব
আপন হৃদয় দিয়া।
আমি যাইনি—

অমিতা। এ আবার কি রকম গান ?

নয়ন। শুনতে দে—শুনতে দে—

গান—

"ভাল যে বেসেছি সে তো নয় খেলা
স্বপনপুরীতে ভাসায়েছি ভেলা—"

নয়ন। ওরে ভালবাসার কথা বলছে যে।

অমিতা। স্বপনপুরী—এ নিশ্চয়ই ওদের গান।

নয়ন। এই রে—বুড়োটা আসছে।

[দু' জনের প্রস্থান। দোলের প্রবেশ]

গান—

আজ রাতে তুমি ঘুমায়োনা সখি
যাব যে তোমারে নিয়া—

দোল। 'যাব যে তোমারে নিয়া'—এ কেমন গান?

গান—

আমি যাইনি যাইনি গো
যেতে যে পারিনি প্রিয়া—
হাঙরের মুখে কেমনে রাখিয়া যাব—
আপন হৃদয় দিয়া।
আমি যাইনি—

দোল। হুঁ। যেতে যে পারনি, তাতো বুঝতেই পারছি।

গান—

আমার অমিতা তুমি যে মনের মিতা
আমি তব রাম তুমি যে আমার সীতা

রাত তিনটেয় নেমে
বাগানের কাছে থেমে
ডান দিকে চেয়ে দেখিবে আমারে
ভালরূপে নিরখিয়া।
দোলু হেমন্ত—পাবে না অন্ত
নরক অবধি গিয়া
যেতে যে পারিনি প্রিয়া—

দোল। আহাহা—তুমি রাম—আমি সীতা দু'জনে রাম সীতা হয়ে গেলে, আর জেঠু হনুমান হয়ে বসে থাকবে! আমার নাম দোলগোবিন্দ, ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে দোলু? দোলাচ্ছি তোমাদের। চিতু—

[চিতুর প্রবেশ]

চিতু। আজ্ঞে—

দোল। ঐ যে ভিখিরীটা এইমাত্র রাস্তায় গান গাইলে—ওকে একটা টাকা দিয়ে ধরে আন। বলবে বাবু খুব খুশী হয়েছেন। এস—আরো টাকা পাবে।

[চিতুর প্রস্থান। হঠাৎ একটা কাগজের পুঁটলি এসে পড়ল]

দোল। (পড়তে লাগলেন)

"ওগো বুনোশুয়োরের রক্ত দিয়ে যে সিঁদুরের টিপ তোমার কপালে পরিয়ে দিয়েছিলাম—সে তো মুছে যাবার নয়।
ইতি—অমির আমি।"

[চিঠিটা পকেটে রাখেন]

[হেমের প্রবেশ]

হেম। আপনি এখানে? আমি আপনাকে খুঁজছি।

দোল। আচ্ছা হেম, কাল রাতে বুনো শুয়োরের কথা কি যেন একটা জিজ্ঞেস করছিলে?

হেম। ও হ্যাঁ! স্বপনপুর কন্‌ভেন্ট থেকে অমিত আর তার বান্ধবীরা পিক্‌নিক্ করতে জংগলে গিয়েছিল। সেই সময় একটা বুনো শুয়োর তাড়া করে ওদের। ওরা চেঁচিয়ে ওঠে, এমন সময় একজন ইয়ংম্যান এসে শুয়োরটাকে গুলি করে মেরে ফেলে। কেন?

দোল। না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম— কথাটা মনে হল তাই।

[চিতুর প্রবেশ]

Sir ও কেটে পড়েছে।

হেম। কে?

দোল। ও' কেটে পড়েছে?

হেম। কে মিঃ চৌধুরী?

দোল। ওই যে যার কাটবার কথা—কেটে পড়েছে।

হেম। কার কাটবার কথা?

দোল। ওই কুল্‌পী মালাই-বরফ—

হেম। ও' কুলপীওয়ালা? আপনি খাবেন? ভালবাসেন বুঝি? তা' আগে বলেন নি কেন? হোটেলে চমৎকার কুল্‌পী তৈরি করে। আমি এখুনি তৈরি করতে বলছি। [যেতে উদ্যত]

দোল। হেম, থাক্‌না এখন। ধীরে সুস্থে খাওয়া যাবে একদিন।

হেম। না-না, ইচ্ছে হয়েছে, আজই খান। আমি বসে থেকে তৈরি করে আনছি। কটা বলবো? এক ডজন?

দোল। এক ডজন কেন? যখন গোঁ ধরেছো হোটেল শুদ্ধ সকলকেই খাইয়ে দাও।

হেম। আচ্ছা—আচ্ছা— [হেমের প্রস্থান]

দোল। [চিতুকে] হল তো? এখন কুলপী মুলপী খেয়ে সর্দি হয়ে মরি। স্ট্যাবে তো মরলাম না—এখন নিমোনিয়ায় মরতে হবে। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। যাও সামনে থেকে। [চিতু চলে যাচ্ছিল] শোন। [চিতু এগিয়ে আসে] কে ডেকেছে তোমায়? যাও! [চিতু যায়] আঃ— চলে যাচ্ছো কেন? [চিতু ফিরে আসে] কি কথা যে বলবো মনে করতে পাচ্ছি না।

চিতু। আপনি মনে করুন আমি দাঁড়িয়ে আছি।

দোল। রামকিষেন ড্রাইভারকে দেখেছো?

চিতু। ওতো কাল ছোটবাবু আর কালাচাঁদকে নিয়ে সতীগড় চলে গেছে।

দোল। তুমি দেখেছো কিনা বলছি। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে Rascal কোথাকার। [চিতু চলে যাচ্ছিল] কাছাকাছি থেকো।

চিতু। আচ্ছা স্যার। [প্রস্থান]

[হঠাৎ কার গলা শুনে দোলগোবিন্দ আড়ালে লুকোবেন। অমিতা ও নয়ন এল।]

নয়ন। আমি বলছি অমি এ নিশ্চয়ই ওদের গান। অন্যভাবে

জানাবার উপায় নেই বলে—ভিখিরীকে দিয়ে গান গাইয়েছে।

[এমন সময় একটা কাগজ জড়ানো ইট্ এসে পড়ে। নয়ন সেটা খুলে পড়ে]

নয়ন। [পড়ে] "ওগো বুনো শুয়োরের রক্ত দিয়ে যে সিঁদুরের টিপ তোমার কপালে পরিয়ে দিয়েছিলাম—সেতো মুছে যাবার নয়।

ইতি :—অমির আমি।"

কি বুঝলে ? এসেছে। দাঁড়াও, আমি ডেকে নিয়ে আসছি—নিশ্চয়ই নিচে অপেক্ষা করছে।

অমি। না না, তুই যাসনি নয়ন। আর ওর সঙ্গে মেলামেশা করার ইচ্ছে আমার নেই। Rather I prefer মিঃ দোল।

নয়ন। এ তো অভিমানের কথা—যাই ডেকে আনি গে।

অমি। যাও, কিন্তু জেনে যাও—বিয়ে আমি ওকে করবো না।

নয়ন। ঠিক আছে। না হয় আমিই করব। [প্রস্থান]

[অমিতা একটা বেঞ্চে বসে পড়ে। এমন সময় চিতুর প্রবেশ]

চিতু। একি অমিতা দেবী! আপনি একা বসে ?

অমি। হ্যাঁ—কেন আপত্তি আছে আপনার ?

চিতু। না—মানে উনি কোথায়—ওই নয়ন দেবী ? আপনার সঙ্গে সব সময় থাকেন ?

অমি। নয়ন ? ওতো আপনার কর্তার ঘরে।

চিতু। কর্তার ঘরে ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। আমি কর্তাকেও দেখাচ্ছি। [প্রস্থান]

[সুমিত্র, নয়ন ও কালায় প্রবেশ। সুমিত্র অমিতাকে জড়িয়ে ধরে]

নয়ন। উহুঁ—এখন নয়। পরে অনেক সময় পাবেন। আগে চট্‌পট্ কথা শেষ করুন। কালাচাঁদবাবু, আপনি ওদিকটায় দেখুন—আমি এ-দিকটায় দেখি।

অমি। না—আমাকে ছেড়ে দাও। লজ্জা করে না তোমার?

সুমি। তুমি জান না অমি—আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, জেঠু এখানে এসেছেন এবং তাঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। ওঁর মুখের ওপর কথা কইবার সাহস আমার নেই। আমি যে এই ছুটোছুটি—হৈ হৈ করে বেড়াই—আমি জানি আমার পেছনে জেঠু আছেন। অমন ক্ষমাসুন্দর মানুষ তুমি দেখোনি অমিতা। উনি মানুষ নন—দেবতা।

অমি। কি রকম দেবতা একটু শুনি?

সুমি। জান, আমার বাবা মা মারা যান দু'জনে প্রায় একসঙ্গে—আমার যখন ন'মাস বয়স। আমার বাবা ভুল বুঝে ঐ জেঠুর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। বাবা মাকে লাভ-ম্যারেজ করেছিলেন বলে জেঠু বকেওছিলেন। তারপর জেঠু আমাকে নিয়ে এসে মানুষ করতে থাকেন। পাছে তাঁর স্ত্রী এসে আমায় অযত্ন করেন—এই ভয়ে তিনি বিয়ে পর্যন্ত করেননি।

অমি। হ্যাঁ—এবার করবেন।

সুমি। কি করবেন?

অমি। বিয়ে। আমাকে।

সুমি। যাঃ।

অমি। যাঃ নয়। এই জন্যই এখানে এসে বসে আছেন। আমাকে নিজে বিয়ে করবেন আর নয়নের সঙ্গে ওঁর সেক্রেটারি চৈতনের বিয়ে দেবেন।

সুমি। কিন্তু একথা আমি বিশ্বাসই করি না।

নয়ন। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—it's a fact. তা'ছাড়া আপনাদের মত কাওয়ার্ডের শাস্তি এই ভাবেই হওয়া উচিত। এবার থেকে ডাকবেন ওকে জেঠিমা বলে।

সুমি। [কিছুক্ষণ পরে] ঠিক আছে। এমন অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়, তবে আমি ওকে জ্যাঠাইমা বলেই ডাকব।

নয়ন। [কালাকে] এই যে শুনছেন। এবার থেকে আমাকে বৌদি বলে ডাকবেন—চৈতনবাবুকে তো দাদা বলেন? তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। সম্পর্কে বৌদি হলাম। কাওয়ার্ড কোথাকার! এই সাহস নিয়ে আবার প্রেম করতে এসেছেন! বেরিয়ে যান সামনে থেকে।

কালা। আমরা তো খুন করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু—

নয়ন। [ব্যঙ্গ করে] খুন করতে গিয়েছিলাম! লজ্জাও করে না! ধরা পড়ে কেঁদে-কেটে—

অমি। শুনলি তো নয়ন, অনায়াসে বলল কিনা আমাকে জ্যাঠাইমা বলে ডাকবে!

নয়ন। আমি ঢের দেখেছি। এবার তুই দেখ। এই জন্যে আর্টিস্ট ইয়ংম্যানদের হেট করে। ঠিক করে। এখন কাঁদছো কেন? তখন খুব ন্যাকামো করে বলা হয়েছিল—"সুমি

সুমি—তুমি আমায় অমিতা বলে ডেকো না। আমায় অমি বলে ডেকো। সেই সুমিতো এবার জ্যাঠাইমা বলবে।

[এমন সময় দোলগোবিন্দ আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে]

দোল। বেশতো, ও যদি না ডাকে আমিই তোমাকে জ্যাঠাইমা বলে ডাকব অমিতা।

নয়ন। (হঠাৎ) আর্ন্টি ডাকছে। যাই আন্টি!

[নয়ন ও অমিতার প্রস্থান]

দোল। তা'হলে কাল আপনাদের যাওয়া হয়নি ?

সুমি। না জেঠু, একটা কাজ বাকী ছিল, তাই—

দোল। সে তো বুঝলাম। কিন্তু রামকিষনকে কি করে রাজী করালে ?

সুমি। না না, রাজী হয়নি তো! শেষে ওর মুখ হাত পা বেঁধে—

কালা। গাড়ির পিছনে ফেলে—আমরা ড্রাইভ্ করে এসেছি।

দোল। বাঃ বাঃ শুনলেও রোমাঞ্চ হয়। তা'হলে তোমাদের দুজনের অনেকদিনের আলাপ না ?

সুমি। কাদের ?

দোল। তোমার আর অমিতার—

সুমি। না না, কালকে আমরা যখন হোটেলে আসি তখন দেখি ওঁরা লুডো খেলছিলেন। আমাদের দেখে বললেন—পার্টনার পাচ্ছি না।

কালা। তখন আমরা দু'জন ওদের দু'জনের পার্টনার হয়ে—

দোল। লুডো খেললে। বুনো শুয়োরের রক্ত কি শিশিতে করে এনেছিলে ?

সুমি। [কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে] জেঠু তুমি অমিতাকে—

কালা। অমিতা দেবী।

সুমি। হ্যাঁ। অমি—অমিতা দেবীকে বিয়ে করবে শুনে এত খুশী হয়েছি যে, কালাকে বলছিলাম—জেঠুর বিয়ে—হৈ হৈ কাণ্ড করব। লাইট্—প্যাণ্ডেল—উৎসব—

কালা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—

দোল। জেঠুর সঙ্গে অমিতার বিয়ে হচ্ছে শুনে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, না?

দু'জনে। ভীষণ ভীষণ।

দোল। এত আনন্দ হয়েছে যে, আনন্দে দিশেহারা হয়ে জ্যাঠাইমার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করা হচ্ছিল? বাঃ বাঃ আনন্দের কি এক্সপ্রেশন।

[লজ্জায় দু'জনে দু'দিকে সরে যায়]

দোল। এদিকে এসো রাসকেল স্কোয়ার। শোন আজ রাতে তোমরা আমার ঘরে থাকবে। আমার চোখে চোখে, যাও—

[বোকার মতো দুইজনের প্রস্থান]

চিতু—চিতু—

[চিতুর প্রবেশ]

চিতু। Yes Sir.

দোল। হেমকে গিয়ে বল যে, নয়ন আর অমিতাকে যেন ওর ঘরে আটকে রাখে। আর বলবে—আমি কালকের মধ্যেই বিয়ের মার্কেটিং শেষ করে সতীগড় চলে যাব। হেম যেন তৈরি থাকে।

চিতু। Yes Sir. একটা কথা বলব স্যার ?

দোল। কি কথা ?

চিতু। বিয়ের মার্কেটিংএ যাবেন তো ?

দোল। হ্যাঁ।

চিতু। বলছিলাম কি—ছু'সেট করে—

দোল। কেন ?

[চিতু কিছু বলে না—নিজেকে দেখিয়ে চলে যায়। দোলগোবিন্দ হাসেন]

পঞ্চম দৃশ্য

দোলগোবিন্দের ঘর

[অমিতা, সুমিত্র কালা বসে আছে. নয়ন দৃষ্টি দেখছে, কালা কাঁদছে]

সুমি। কাঁদিস নে কালা, মানুষ চিরকাল বাঁচে না। একদিন সবাইকে যেতে হবে।

কালা। তাই বলে এতো আগে !

নয়ন। এত আগে বলবেন না। এর অনেক আগেই আপনার মরা উচিত ছিলো। যে জেঠুর ভয়ে নিজের ভাবী স্ত্রীকে জ্যাঠাইমা বলতে পারে তার মরাই উচিত।

সুমি। তা কি করা যাবে? সকালে জেঠু আর অমিতের মাসিমা বেরিয়ে যাবার পর দেখলি তো—পালাবার চেষ্টা করলাম। কী গোলমালটাই পড়ে গেল! Last of all রামকিষন বল্লে—নেহী যায়েগা।

নয়ন। এ' অবস্থায় একমাত্র বাঁচার রাস্তা হচ্ছে মরা। মরার সব এ্যারেঞ্জমেণ্ট হয়ে গেছে। নিন আসুন। আসুন—। দেরি করলে জেঠু আর আন্টি এসে পড়বে। তখন মার খেয়ে মরতে হবে।

সুমি। [দড়ি দেখে] পালাতে যখন পারলাম না ঝুলেই পড়ি।

অমি। খুব লাগবে নয়ন?

নয়ন। কতটা লাগবে বলা যাচ্ছে না। আমি try করিনি। তবে একটু কুট্‌কুট্ তো করবেই! মরে গেলে টের পাবি না।

অমি। গলায় চোট্ লাগলে তো আর গান গাওয়া যাবে না।

নয়ন। আধুনিক পারবি। রবীন্দ্র সঙ্গীত হবে না রে। ওর মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম কাজ আছে তো!

অমি। আমাদের দুজনের মরার পর যে গোলমাল হবে সেই সময় তোরা কোথাও চলে যাস্। আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

[নয়ন জড়িয়ে ধরে অমিতাকে]

নয়ন। তোকে মরতে দিতে চাইনিরে। শুধু এই ইডিয়টের জন্য।

অমি। [দড়িটা দেখে] নয়ন!

নয়ন। না—না। এখন আর ডিসিসন্ চেঞ্জ করা যাবে না। It is too late. না-না। (সুমিকে) কী হল? আপনি আবার বসে রইলেন কেন? আসুন।

সুমি। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে কেন আমাদের চলে যেতে হচ্ছে অমিত ! আমরা তো কারো কাছে কোন অপরাধ করিনি ! আমরা শুধু দুজন দুজনকে ভালোবেসে ছিলাম।

নয়ন। ইডিয়টের মত ধরাও পড়েছিলাম।

সুমি। কালা, দুটো ছোট ছোট টুল যোগাড় করে নিয়ে আয়তো।

নয়ন। ওকে আর আনতে হবে না, আমি সব এনে রেখেছি— নাও এস।

অমি। চলে যাবার আগে একটু Radio শুনে নিই সুমিত।

নয়ন। ও, Radio শুনবি, শোন।

[রেডিও খুলে দিতেই গান ভেসে এলো]

না না যেয়োনা যেয়োনা গো
মিলন পিয়াসী মোরা
কথা রাখো কথা রাখো

[অমিতা কাঁদতে কাঁদতে সুমিত্রকে জড়িয়ে ধরলো]

নয়ন। (রেডিয়োকে) ইম্‌পসিবল্, এতদিন কোথায় ছিলে ওয়েল-উইশারের দল ? যখন ঝুলতে চলেছে তখন—যেয়োনা যেয়োনা কথা রাখ।

[নয়ন চোখ বুজে হাত জোড় করে ভগবানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে]

অমি। চোখ বন্ধ করে কী ভাবছিসরে নয়ন ?

নয়ন। ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছিলাম—তোদের আত্মার যেন মুক্তি হয়, আর যেন তোদের জন্মাতে না হয়।

অমি সে কিরে ? আর জন্মাবো না ?

নয়ন। আবারও জন্মাতে চাস্ ? এ জন্মে কি সাধ মিটল না ? এ

আইডিয়াটা আবার মাথায় কে ঢোকাল ? উনি বুঝি ? ও সব আইডিয়া মাথা থেকে ছেড়ে দাও। জন্মানো টন্মানো আর হবে না। এ জন্মে তো জেঠিমা হচ্ছিলে—আসচে জন্মে পিসীমা হয়ে কোর্স কম্‌প্লিট্ করতে হবে।

অমি। নয়ন। (জড়িয়ে ধরে)

নয়ন। পাগলামি করিস না। আমার কথাটা মন দিয়ে শোন। মৃত্যুর পর তোদের দুটো আত্মা সকলের অলক্ষ্যে মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশে বাতাসে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে, অন্য স্তর থেকে আর একটা ভিন্ন স্তরে—হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়াবে। সেখানে আন্টি নেই, বিয়ে পাগলা বুড়োটা নেই, আমি নেই—শুধু তোরা দুজন। এই দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। যাকগে, দুমিনিট টাইম দিচ্ছি। তোদের দু'জনের বিদায়ের পালাটা সেরে নে।

(দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে)

নয়ন। দু'মিনিট পেরিয়ে গেছে, আর সময় নেওয়া ঠিক হবে না। (ক্ষেপে গিয়ে) দূর মশাই, তখন থেকে আপনাকে যা বলছি আপনি ঠিক তার উল্টোটা করছেন! ঠিক আছে, আমি এ ব্যাপারে নেই। কালাচাঁদবাবু, দড়ি কেটে ফেলুন। তারপর এদিকে মরাও হল না অথচ আন্টি এসে দেখবে, দুটো দড়ি ঝুলছে। তখন তো দোষ পড়বে এই নয়নের।

অমি। না না, আমরা ready.

নয়ন। নাও এস—one—two—three.

[গলায় দড়ি পরিয়ে দিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

দোতলা বারান্দা

[অনন্ত ও ২য় যুবক বসে। অনন্ত গীতা শোনাচ্ছে]

অনন্ত। [গীতা শেষে] ওরে পাপী—বলতে নেই তুই বেঁচে গেলি। সারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা তোকে শুনিয়ে দিলাম।

২য় যুবক। হ্যাঁ।

অনন্ত। তুই উদ্ধার হয়ে গেলি। বলতে নেই—তোর বাবা আছেন?

২য় যুবক। হ্যাঁ।

অনন্ত। তিনিও উদ্ধার হয়ে গেলেন। [দাবার ছক পাতেন] নে এবার—

২য় যুবক। ওটা পাতলেন কেন?

অনন্ত। চিত্ত শুদ্ধি হ'ল, এবার স্থির করতে হবে তো?

২য় যুবক। আজকে থাক্।

অনন্ত। কেন?

২য় যুবক। সন্ধ্যে হল।

অনন্ত। তাতে তোর কি?

২য় যুবক। আজকে আমার চিত্ত স্থির হবে না।

অনন্ত। কেন? হবে না কেন?

২য় যুবক। কাল থেকে চিত্ত ভীষণ অস্থির হয়ে আছে।

অনন্ত। এত অস্থির হল কেন?

২য় যুবক। বাঃ আপনি কাল রাতের খবর জানেন না?

অনন্ত। না।

২য় যুবক। কাল রাতে তো আমি ঘুমোতে পারিনি। 'খালি ধুপধাপ্ ফিসফাস্ আর মোটরের হর্ণ—এর মধ্যে কি ঘুম হয় ?

অনন্ত। তা এত সব হচ্ছে কেন ?

২য় যুবক। আমার কি মনে হয় জানেন দাদু ? এ' হোটেলে একটা মিস্টিরিয়াস ব্যাপার চলছে।

অনন্ত। মানে ?

২য় যুবক। তার মানে ঐ দোতলার রাজারানী যাত্রাপার্টির দল না যাওয়া পর্যন্ত আমার ঘুম, চিত্তস্থির—ওসব কিছুই হবে না।

অনন্ত। ওরা যাত্রাপার্টি নয়—ম্যারেজ পার্টি।

২য় যুবক। হাঃ হাঃ হাঃ—[চিতুকে আসতে দেখে] দাদু, ঐ যে ম্যারেজ পার্টির সেনাপতি আসছে।

[চিতু ও বেয়ারার প্রবেশ। বেয়ারার হাতে কতগুলো প্যাকেট]

চিতু। আয়—আয়—দেখিস একটাও যেন নষ্ট না হয়। স্যারের বিয়ের বাজার—বুঝলি ?

[কথা বলতে বলতে দু'জনের প্রস্থান]

অনন্ত। Sir-এর শ্রাদ্ধের বাজার করে এল।

২য় যুবক। হাঃ হাঃ হাঃ—

অনন্ত। বুড়ো বয়সে বিয়ে ! ওকে শ্রাদ্ধই বলে।

২য় যুবক। তাই তো দেখছি।

অনন্ত। শুধু দেখে যা। বুঝলি ?

২য় যুবক। তাই তো দেখছি।

অনন্ত। [যেতে যেতে] হরিবোল—হরিবোল—পাগল ভাল কর ঠাকুর—পাগল ভাল কর। হরিবোল হরিবোল।

[অনন্ত ও ২য় যুবকের প্রস্থান]

[দোল ও হেমের প্রবেশ]

দোল। তা' হেম, মার্কেটিং তোমার মনের মত হয়েছে তো ?

হেম। নিশ্চয়ই। কিন্তু এত করে আপনাকে বললাম—বিয়ের বাজার এ রকম রেক্‌লেস্‌লি করবেন না। আপনি কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না।

দোল। বিয়ে বলে কথা। জানো হেম, মানুষ জীবনে দু'বার বিয়ে করে না।

চিতু। [দৌড়ে ঢোকে] Sir সর্বনাশ হয়েছে—Sir সর্বনাশ হয়েছে।

দোল। কি হয়েছে বলবে তো ?

চিতু। ছোটবাবু আর অমিতা দেবী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন।

দোল ও হেম। এ্যাঁ—

চিতু। শিগ্‌গির্ আসুন Sir, শিগ্‌—

[সকলের দ্রুত প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

[দোলগোবিন্দের ঘর। সুমি ও অমি ঝুলছে। কালা দাঁড়িয়ে—নয়নও। দুজনে কাঁদছে। হন্তদন্ত হয়ে হেম, দোল ও চিত্তুর প্রবেশ]

দোল। My God.

হেম। My goodness! কী হল নয়ন?—

নয়ন। (কেঁদে) আমি কিছুই জানি না। ওরা যে এ'রকম করবে— আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

দোল। এতবড় ইডিয়ট্ জীবনে দেখেছো হেম? বাঁচাটা এদের কাছে কিছুই না? মরাটাই বড় হল?

নয়ন। যা বলতে হয় আমাকে বলুন—এদের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।

হেম। What do you mean নয়ন?

নয়ন। হ্যাঁ মাসীমা, আমি ওদের ঠাট্টা করে বলেছিলাম—এই পরিস্থিতিতে তোমাদের একমাত্র মরা ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই। ওরা যে আমার কথাটাকে এত সিরিয়াসলি নেবে ভাবিনি। এ' আমি কী করলাম! মরা ছাড়া আমারও আর কোন উপায় নেই।—

হেম। ছিঃ নয়ন, ও'রকম করে না। তুমি কেন দায়ী হবে? মরা উচিত বললেই কেউ মরে?—ওদেরতো একটা কমন্‌সেন্স থাকা উচিত?

নয়ন। [চোখ মুছে] মাসীমা ওরা দু'খানা চিঠি লিখে গেছে— এই নাও। [চিঠি দিল]

দোল। চিঠি লিখে গেছে? এই একটা inteligent-এর মত কাজ করে গেছে।

[চিঠি পড়তে লাগল]

আমার মৃত্যুর জন্য আমার জেঠুই শুধু দায়ী। আমাকে মানুষ করবার জন্য নিজে বিয়ে করেননি। কেন করেনি সবাই না জানুক—আমি জানি। ভাইপোর ভাবী স্ত্রীকে বিয়ে করতে চায়। অমিতকে জেঠিমা ডাকার চেয়ে মরাই ভাল। All bogus—এটা জেঠুর sacrifice? না এটা self-publicity. শুনেছ হেম, সবই ভাগ্য। (সুমিতের কাছে গিয়ে) Rascal এই তোমার কথা? বেঁচে থাকতে এ সাহস কোথায় ছিল? তোমাকে মানুষ করবো—বড় করবো—সুখী করবো—এই বিরাট সম্পত্তির মালিক করবো বলে—নিজে বিয়ে করিনি—পাছে তুমি বঞ্চিত হও। All bogus— তাই না? বেইমান। [সুমিত্রর dead body মাথা নীচু করে] এখন মাথা নীচু করছো—মৃত্যুর পর তোমার লজ্জা হল!

হেম। বেইমান। ছোটলোক।

দোল। কি হল হেম?

[হেমের হাত থেকে চিঠিটা পড়ে যায়। নয়ন তুলে পড়ে]

নয়ন। [পড়ে] "আমার মৃত্যুর জন্য শুধু আমার Auntie সম্পূর্ণ দায়ী। একনম্বরের selfish—নিজের স্বার্থের জন্য আমাকে ৫০ বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। সুমিত্রকে বিয়ে করবো জেনে হিংসেতে ফেটে পড়ল।"

হেম। Stop that নয়ন। আমি আর শুনতে পাচ্ছি না।

নয়ন। [অমির dead body-র কাছে গিয়ে] ছিঃ ছিঃ অমি! এই কথাগুলো লিখতে তোর হাত কাঁপল না?—যে মাসীমা তোর মঙ্গলের জন্য নিজের ভালমন্দের দিকে তাকাবার ফুরসুৎ পেলো না—তার কি এই প্রতিদান?—(অমিতার dead body মাথা নীচু করে)। সেই লজ্জাই তোমার হল—কিন্তু মৃত্যুর পর। যখন আর কোন প্রতিকারের উপায় নেই।

হেম। আঃ! মৃত্যুর প্রতি অতটা rude হয়ো না নয়ন!

দোল। তুমি থামো।

দোল। শোন স্নুমিত্র! তোমার বাবা মা যখন মারা গেল—তখন তোমাকে আমি—আমি দোলগোবিন্দ চৌধুরী—তোমার বাবা-মার সব অপরাধ ক্ষমা করে—(স্নুমিত্রর dead body ঘুরতে দেখে) no—no—no, আমাকে avoid করে কোন লাভ নেই স্নুমিত্র! তোমার এই আত্মহত্যায় আমি যে কী shock পেয়েছি! এখন তুমি ঘুরে যাবার চেষ্টা করছো। After death? Idiot.

হেম। অমিত—ভেবে দেখো তোমার মা কী করেছিল! সেদিন তার dead body নিয়ে এইভাবে কেঁদেছিলাম।

নয়ন। আজ মাসীমাকে আবার তোমার dead body নিয়ে কাঁদতে হচ্ছে। একটু অপেক্ষা করতে পারলে না পাজী মেয়ে? (অমিতার dead body ঘুরে যায়) না না, এখন মুখ ঘোরালে চলবে না। মাসীমা—আমাকেও একটা চিঠি লিখে গেছে। [Blouse-এর ভেতর থেকে বার করে]

দোল। আমি তোমার ব্যবহারে খুবই দুঃখ পাচ্ছি। ওরা অনেকক্ষণ থেকে ঝুলছে- tired হয়ে পড়ছে? ওদের rest দরকার।

নয়ন। আমি পড়ি?

হেম। পড়।

নয়ন। (চিঠি পড়ে) নয়ন, তুই ওই বুড়ো জেঠুকেই বিয়ে করিস! ও বড় একা।

[হঠাৎ অমিতা চেঁচিয়ে ব'লে—না]

হেম। অমির গলা না?

নয়ন। না না, অমির গলা কি করে হবে? ওরতো সব কথা এখন চন্দ্রবিন্দু দিয়ে উচ্চারণ হবে।

দোল। হুঁ, তুমি থামো। হেম, এদিকে এসো তো!

[বিছানার চাদর তুলল]

এবার দেখোতো ওরা দু'জনে কোন পারে দাঁড়িয়ে আছে?

[চৌকির তলা দিয়ে দেখা গেল, দুজনেই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে]

অর্থাৎ ওরা এ'পারেই আছে! পরপারে যায়নি। চিতু—চিতু—

[চিতুর প্রবেশ]

চিতু। Yes Sir.

দোল। Rascal-এর গলার দড়ি খুলে দাও।

হেম। নয়ন—এই ছোটলোক মেয়েটার গলার দড়িটা খুলে দাও।

[দুজনের দড়ি খুলে দেওয়া হল]

দোল। দেখ হেম—পৃথিবীতে কোথাও শুনেছো যে গলায় দড়ি দেবার পর মানুষ বাঁচে? কিন্তু এরা বাঁচে। তার মানে এরা

perfectly মরতেও জানে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা perfectly মরতেও জানে না, আবার perfectly বেঁচে থেকে প্রেম করতেও জানে না।

[স্থমি দোলের—এবং অমি হেমের পা জড়িয়ে ধরবে]

স্থমি। বিশ্বাস কর জেঠু, ও চিঠি আমি লিখিনি।

অমি। (হেমকে) বিশ্বাস কর আ্যাণ্ট, আমিও ওই চিঠি লিখিনি।

দোল। ও' বুঝেছি। নয়ন—নয়ন—

[নয়ন চলে যাচ্ছিল ফিরে এল]

Now every thing is clear to me. শোন Rascal, জেঠু বিয়ে করবে বলে এ'বিয়ের আয়োজন হয়নি। আগে যতবারই তোমার বিয়ের ঠিক করেছি, ততবারই তুমি পালিয়ে গেছ—তাই এবার—আমার নিজের বিয়ের কথা বলেছি।—অন্ততঃ এই খবরটা শুনে তুমি আসবে। পালাবে না। এ'পর্যন্ত ঘটনা যা ঘটেছে—তোমাদের বিয়ের জন্য— বুঝেছো ?

স্থমি। জেঠু!

দোল। Get out— Get out জেঠুকা বাচ্ছা।

[অমিতের হাত ধরে স্থমির প্রস্থান]

হেম। ধন্য আপনার স্কীম—ধন্য আপনার প্ল্যান। আমি একদম বুঝতে পারিনি।

দোল। কি করবো বল ? ওই Rascal-এর জন্য। কিন্তু হেম আর বোধহয় দেরি করা উচিত নয় আমাদের। এবার সতীগড় start করতে হয়। সব গুছিয়ে নাও।

[হেমের প্রস্থান]

[দোল বসল। ধীরে ধীরে নয়ন এসে দোলকে প্রণাম করে]

দোল। কে ?

নয়ন। আমি নয়ন জেঠু।

দোল। কী হল মা ?

নয়ন। আপনি যে অমিতের এতবড় শুভাকাঙ্ক্ষী তা' আমি আগে জানতাম না। আপনাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করুন জেঠু।

দোল। দূর্ পাগলী ! তুই যদি আমাকে সাহায্য না করতিস—তা'হলে কি এই দুটোকে এমনি করে বাঁধতে পারতাম ? তোকে আশীর্বাদ করি মা, যেন সারাজীবন তুই এই মন নিয়ে চলতে পারিস। দেখবি তাতে তুই সুখী হবি—অন্যকেও সুখী করতে পারবি।

(নয়ন কাঁদতে কাঁদতে শিশুর মত দোলকে জড়িয়ে ধরে)

[অনন্তর প্রবেশ]

অনন্ত। যা ভেবেছি। সেই জড়িয়ে ধরলি, তবে ছাড়লি ?

[দোল স্টেজ থেকে লাফ দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে নেমে দর্শকের মাঝখান দিয়ে ছুটে পালাতে থাকে]

নয়ন। জেঠু, যেওনা—ফিরে এস—

দোল। [যেতে যেতে] সতীগড়ে দেখা হবে।

যবনিকা